রাঁচি, সোমবার
17:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>273 >>31 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৭৩ >> << ৩১শে, আষাঢ় ১৪৩০>>

বেইজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থিতিশীল করতে ভারতের প্রতি চীনের আহ্বান

জাকার্তা ঃ জাকার্তায় আসিয়ান বৈঠকের বাইরে, ভারত ও চীনের শীর্ষ কূটনীতিকরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলেছেন। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই তার ভারতীয় সমকক্ষ সুব্রহ্মণ্যম জয়শঙ্করকে বলেছেন যে, দুই দেশের সম্পর্ক স্থিতিশীল করতে হবে। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। ওয়াং ই, জয়শঙ্করকে বলেছেন, দুই পক্ষকেই একে অপরকে সমর্থন করা উচিত। একে অপরকে হেয় করা বা সন্দেহ করার বদলে, একসাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পন্ন করা উচিত। দেশ দুটি মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ সীমান্ত যেখানে দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ হতে পারে। তবে, বেশ কয়েকটি সীমান্তচুক্তি সম্পাদিত হওয়ায়, সম্পর্কের উন্নতি হতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে ২০২০ সালে দুই দেশের সেনারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে ২০ জন ভারতীয় সৈন্য ও চার জন চীনা সৈন্য নিহত হয়। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আরো একটি বৈঠক করতে সম্মত হয়েছে ভারত। ভারত এখন চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য সহযোগী দেশ।

বাজার দর
SENSEX : 66060.90 +502.01
NIFTY : 19564.50 +150.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .37 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .12 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সংঘাতের ফলে ভেঙে পড়ার মুখ সুদানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঃ জাতিসংঘ

জেনেভা ঃ জাতিসংঘের সংস্থাগুলো শুক্রবার বলেছে, লাখ লাখ সুদানি নাগরিক জরুরি চিকিৎসা এবং দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসা নিতে পারছেন না। কারণ, লড়াই এর কাণে দেশটির ভঙ্গুর স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছেছে। জাতিসংঘের মানবিক বিষয় সংক্রান্ত সমন্বয় দফতর এক বিবৃতিতে বলেছে, সহিংসতা এবং সরবরাহের ঘাটতি, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ক্ষয়ক্ষতি বা দখল এবং চিকিৎসা কর্মীদের ওপর হামলা মানুষের জীবন এবং তাদের স্বাস্থ্যসেবা লাভ করার সক্ষমতার ওপর বিধ্বংসী প্রভাব ফেলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা জানিয়েছে, তিন মাস আগে সুদানের সশস্ত্র বাহিনী এবং আধাসামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের মধ্যে লড়াই শুরু হওয়ার পর থেকে, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে প্রায় ৫০টি হামলা হয়েছে। এসব হামলায় নিহত হয়েছেন ১০ জন আর, ২১ জন আহত হয়েছেন। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার জরুরি কার্যক্রম পরিচালক রিক ব্রেনান বলেন, চলমান সহিংসতা, ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর বারবার আক্রমণ এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য উপকরণে সীমিত প্রবেশাধিকার, সুদানের জনগণকে জীবন অথবা মৃত্যুর মতো পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আর, এ পরিস্থিতির কোনো তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সমাধান দেখা যাচ্ছে না। কায়রো থেকে ব্রেনান বলেন, সহিংসতা অত্যান্ত মৌলিক স্বাস্থ্য সেবার ওপর প্রভাব ফেলেছে। এমনকি, নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়ার মতো সাধারণ সংক্রামক ব্যাধি এবং ট্রমা চিকিৎসা ও প্রসূতি যত্নসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় প্রভাব ফেলেছে সহিংসতা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমান, সুদানে ১ কোটি ১০ লাখ মানুষের জরুরি স্বাস্থ্যসহায়তা প্রয়োজন। কিন্তু এখন খুব কম সংখ্যক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সচল রয়েছে। ব্রেনান বলেন, দুই তৃতীয়াংশ থেকে ৮০ শতাংশ হাসপাতাল সেবা প্রদানের যোগ্য নয়।আর, পশ্চিম দারফুরে মাত্র একটি হাসপাতাল চালু আছে আর, তাও আংশিকভাবে।

বরিসকে মানসিক হাসপাতালে যেতে বললেন মেদভেদেভ

মাস্কো ঃ যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে বলেছেন রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ। পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোতে সদস্য হিসেবে ইউক্রেনকে গ্রহণের বিষয়ে বরিসের আহ্বানের জেরে তাঁকে নিয়ে মেদভেদেভ এমন মন্তব্য করেন।
রাশিয়ার প্রভাবশালী নিরাপত্তা পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান মেদভেদেভ বলেন, মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বরিসের চিকিৎসা করানো উচিত।
বরিসের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায় মেদভেদেভ টেলিগ্রামে লিখেছেন, এই অবসরপ্রাপ্ত মূর্খকে বরং মানসিক হাসপাতালের গ্রহণ করাই ভালো।
বরিসের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর দাবি জানানোর অভিযোগ আনেন মেদভেদেভ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বরিসের জন্য মানসিক হাসপাতালই হবে উপযুক্ত জায়গা।
গত শুক্রবার ডেইলি মেইলে একটি মতামতধর্মী নিবন্ধ লিখেছেন বরিস। এতে তিনি ন্যাটোর সমালোচনা করেন।
ন্যাটোর সদ্য সমাপ্ত শীর্ষ সম্মেলনে বলা হয়েছে, শর্ত পূরণ করলেই শুধু এই জোটে যোগ দেওয়ার জন্য ইউক্রেনকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। ন্যাটোর এ কথায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বরিস। তাঁর মতে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইরত ইউক্রেনের এখনই ন্যাটোর সদস্যপদ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবল বৃষ্টিপাত, বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ৭ জন নিহত

সিউল ঃ দক্ষিণ কোরিয়ায় দুই দিনের প্রবল বৃষ্টিপাতে অন্তত সাত জন নিহত হয়েছেন। আর, ভূমিধস ও বন্যায় নিখোঁজ হয়েছেন দুই জন। এছাড়া, শনিবার দিনের শুরুতে ভূমিধসের ফলে দেশটির মধ্যাঞ্চলে আটজন আটকা পড়েন। দেশটির স্বরাষ্ট্র ও নিরাপত্তা মন্ত্রক বলেছে যে, শনিবার প্রবল বর্ষণে সৃষ্ট ভূমিধসে মধ্যাঞ্চলের দুটি শহরে বাড়িঘর চাপা পড়ে তিনজন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার ও শনিবার ভূমিধস সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনায় আরো চার জনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। অভ্যন্তরীণ ও নিরাপত্তা মন্ত্রকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রবল বর্ষণে সৃষ্ট ভূমিধসে দুটি কেন্দ্রীয় শহরে বাড়িঘর চাপা পড়ে শনিবার তিনজন নিহত হয়েছেন।ভূমিধস সম্পর্কিত দুর্ঘটনায় শনিবার আরো দু'জনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং শুক্রবার মধ্যাঞ্চলীয় শহর ননসানে ভূমিধসের কারণে একটি বাড়ি ভেঙে মারা গেছেন দুজন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মধ্যাঞ্চলীয় ইয়েচিওন শহরের এক গ্রামে বন্যার পর, শনিবার দু'জন নিখোঁজ হয়েছেন।শুক্রবার ও শনিবার ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে এবং ভূমিধসে পাঁচ জন আহত হয়েছেন। গত ৯ জুলাই থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে। মন্ত্রকটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত কয়েক দিনের বৃষ্টিপাতে অন্তত ১৫৭০ জন মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন এবং হাজার হাজার পরিবার বিদ্যুত্বিহীন হয়ে পড়েছে।দক্ষিণ কোরিয়ার আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, রবিবার পর্যন্ত দেশের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে।

কৃষ্ণসাগর শস্য চুক্তি নিয়ে রুশ প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় জাতিসংঘ

ইউক্রেনঃ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তার দৈনিক ভাষণে শনিবার বলেছেন,আমাদের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে, আমাদের যোদ্ধাদের থামাতে রুশ বাহিনী সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। তিনি বলেন, যারা যুদ্ধে যায়, যারা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে, তারা প্রত্যেকেই একটি দুর্দান্ত কাজ করছেন। আমি আমাদের প্রতিটি যোদ্ধার কাছে কৃতজ্ঞ।
কৃষ্ণসাগর দিয়ে ইউক্রেনের নিরাপদ শস্য রপ্তানির অনুমতি সংক্রান্ত চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতিক্রিয়ার জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এখনো অপেক্ষা করছেন। জাতিসংঘের একজন মুখপাত্র শুক্রবার একথা জানান। তিনি বলেন, গুতেরেস মঙ্গলবার কৃষ্ণসাগর চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর আহবান জানিয়ে পুতিনকে চিঠি লিখেছেন। বলেছেন, এর বদলে রাশিয়ার কৃষি ব্যাঙ্ক, রোসেলখোজব্যাঙ্ক এর একটি সহায়ক সংস্থাকে সুইফট আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। তবে তিনি কোনো উত্তর পাননি। একটি সূত্র রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছে।
সমঝোতা সম্পর্কে জানতে চাইলে, জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক সংবাদদাতাদের বলেন, আলোচনা হচ্ছে, হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠানো হচ্ছে, সাংকেতিক বার্তা পাঠানো হচ্ছে এবং বার্তা বিনিময় হচ্ছে। তবে, আমরা চিঠির উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছি।
এর আগে, শুক্রবার, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন রাশিয়াকে কৃষ্ণ সাগরের শস্য চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর আহ্বান জানান।সোমবার এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে।
ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভকে উদ্ধৃত করে করে বার্তা সংস্থা ইন্টারফ্যাক্স শুক্রবার জানিয়েছে, রাশিয়া এখনো পর্যন্ত কৃষ্ণসাগর শস্য চুক্তি সম্প্রসারণের বিষয়ে কোনো বিবৃতি দেয়নি।

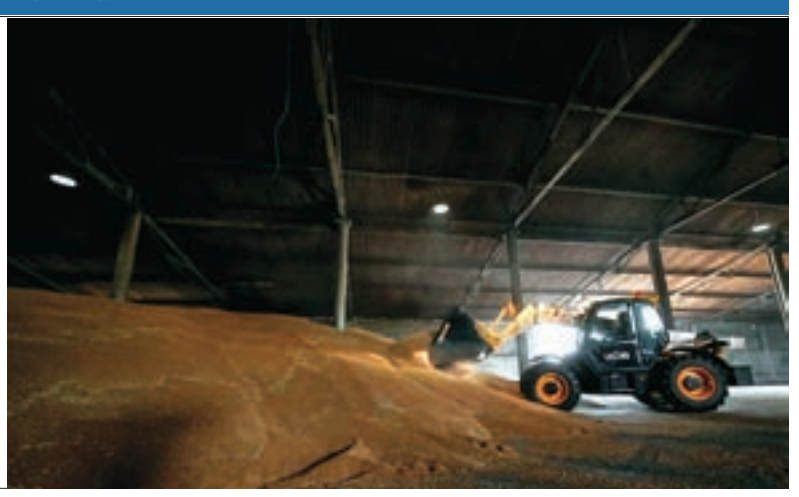

মন্তব্য বেলারুশের সঙ্গে রাশিয়া ও ইউক্রেন দুই দেশেরই বড় সীমান্ত রয়েছে

বেলারুশে পৌঁছেছেন ভাগনার যোদ্ধারা ঃ ইউক্রেন

ইউক্রেন ঃ ভাড়াটে যোদ্ধা সরবরাহকারী রুশ প্রতিষ্ঠান ভাগনার গ্রুপের যোদ্ধারা রাশিয়া থেকে বেলারুশে পৌঁছেছেন বলে জানিয়েছে ইউক্রেনের সীমান্তরক্ষী বাহিনী ডিপিএসইউ। গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ডিপিএসইউর মুখপাত্র আন্দ্রি দেমচেঙ্কো।
বেলারুশের সঙ্গে রাশিয়া ও ইউক্রেন দুই দেশেরই বড় সীমান্ত রয়েছে। আন্দ্রি দেমচেঙ্কো বলেন, ভাগনার যোদ্ধারা বেলারুশে পৌঁছানোর পর ইউক্রেনের উত্তর সীমান্তজুড়ে নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছেন দেশটির সীমান্তরক্ষীরা। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি তিনি।
এদিকে শনিবারই বেলারুশের একজন ব্লগার দেশটিতে ভাগনারের একটি বড় বহর প্রবেশের খবর জানিয়েছেন। 'বেলারুস্কি হাজুন' নামের একটি টেলিগ্রাম চ্যানেলে তিনি লিখেছেন, ভাগনার যোদ্ধাদের বহনকারী বেশ কয়েকটি গাড়ি, লরি ও পিকআপ নিয়ে বেলারুশের ওসিপোভিচি শহরের দিকে যাচ্ছিল দেশটির ট্রাফিক পুলিশ। শহরটি রাজধানী মিনস্ক থেকে ৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে।
বেলারুশের ওই ব্লগার দেশটির সরকারবিরোধী। বেলারুশ সরকার তাঁর টেলিগ্রাম চ্যানেলকে চরমপন্থী হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। ভাগনার যোদ্ধাদের নিয়ে চ্যানেলটির পোস্টের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে কোনো মন্তব্য করেনি বেলারুশ সরকার। তবে অসমর্থিত আরেকটি সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার ভাগনারের যোদ্ধাদের নিয়ে ৪০ গাড়ির একটি বহর রুশ সীমান্ত পেরিয়ে বেলারুশে প্রবেশ করেছে।
এর আগে গত শুক্রবার বেলারুশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, দেশটির সেনাদের প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন ভাগনার যোদ্ধারা। ওসিপোভিচি শহরের কাছে বেলারুশের সেনাদের 'বিভিন্ন সামরিক শৃঙ্খলা' শেখাচ্ছেন তাঁরা।
ইউক্রেনে রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল ভাগনার। তবে রুশ সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধের জেরে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন বাহিনীটির প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন। পরে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকসান্দার লুকাশেঙ্কোর মধ্যস্থতায় বিদ্রোহ থেকে পিছু হটেন তিনি। এ সময় মস্কোর সঙ্গে তাঁর একটি সমঝোতা হয়। সে অনুযায়ী, প্রিগোশিন ও তাঁর যোদ্ধাদের একাংশের বেলারুশে যাওয়ার কথা ছিল। তবে প্রিগোশিন এখন কোথায় আছেন, তা স্পষ্ট নয়।

পড়ুয়াদের অঙ্কের ভীতি দূর করতে এগিয়ে এসেছে গণিত মেধা অনুসন্ধান কেন্দ্র

মালদা ঃ পড়ুয়াদের অঙ্কের ভীতি দূর করতে এগিয়ে এসেছে গণিত মেধা অনুসন্ধান কেন্দ্র। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে তারা অঙ্কের বিভিন্ন কৌশল শিখিয়ে গণিতকে আনন্দদায়ক করে তোলার কাজ করে চলেছে। ফি বছর জেলা জুড়ে গণিতের মূল্যায়ন করে থাকে তারা। মেধা তালিকায় থাকা পড়ুয়াদের পুরস্কৃত করার পাশাপাশি সফলদেরও শংসাপত্র দিয়ে উৎসাহিত করা হয়। রবিবার তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল মালদা কলেজের দুর্গা কিঙ্কর সদরে। অঙ্কের বিভিন্ন সহজ কৌশল অঙ্কের মাধ্যমে দেখায় শিক্ষার্থীরা। নিমিষের মধ্যে বড় বড় গুণ, ভাগ করা যায়, সেই কৌশলও দেখানো হয়। এদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মুর্শিদাবাদের এডুকেশন কলেজের অধ্যাপিকা চন্দ্রমল্লিকা প্রামানিক, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক অনুকূলচন্দ্র বিশ্বাস, শিক্ষক শুভ্রাংশু চট্টোপাধ্যায়, শিখক দীপক রায়, ফেকু সেখ, সঞ্চালক দীপক দাস প্রমুখ।' করোনা কালে গত ৩ বছর মূল্যায়ন করা সম্ভবপর হয়নি। গত বছর মূল্যায়ন করা হয়। গোটা জেলার মোট ৭৫ স্কুলের ১৫৩৭ পড়ুয়া অংশ নেয়। ক্লাস থ্রি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মেধা তালিকায় মোট ১৫৭ জন স্থান দখল করে। সফলদের মধ্যে ১৭৫ জনকে শংসাপত্র দেওয়া হয়। তৃতীয় শ্রেণিতে ৯৬ পেয়ে সেরা কালিয়াচকের দ্য নোবেল অ্যাকাডেমির সামিহা সুলতানা। চতুর্থ শ্রেণিতে ৯২ পেয়ে সেরা একই স্কুলের ছাত্রী ফারিসা সিদ্দিকি। ৮৬ পেয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে সেরা একই স্কুলের ছাত্রী আদিবা নওয়াজ। কালিয়াচকের নোবেল একাডেমি নজর কাড়ল । ষষ্ঠ শ্রেণিতে ৮৪ পেয়ে সেরা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র সৈকত রায়। সপ্তম শ্রেণিতে ৯৬ পেয়ে প্রথম একই স্কুলে ছাত্র বিশাল শর্মা। ৯৯ পেয়ে অষ্টম শ্রেণিতে সেরা একই স্কুলের ছাত্র ইন্দ্রজিত ঝা। আয়োজক গণিত মেধা অনুসন্ধান কেন্দ্রের কর্ণধার দীপক দাস জানান, 'গত ৩ বছর কোরোনার কারণে আমরা পরীক্ষা নিতে পারি নি। এবার গত বছর থেকে শুরু হয়েছে। আগামীতে উচ্চমাধ্যমিক অবধি অঙ্ক মেধা পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এবার সাফল্যের দিকে শহরকে টেক্কা দিয়েছে কালিয়াচক। গণিতে সাফল্যের হার যেমন বেশি, তেমনই মেধা তালিকাতেও বেশ কয়েক জন স্থান দখল করেছে। দি নোবেল একাডেমির প্রধান শিক্ষক আকিদুল ইসলাম বলেন, আমাদের স্কুলের টপ হয়েছে কয়েকটি শ্রেনীতে ও ১৫ জন মেধাতে জায়গা করেছে । আমরা এই ফলাফলে আরো অনুপ্রানিত হবো।

গীতালদহে তৃণমূল কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর ও বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি

কোচবিহার ঃ ভোটের একদিন আগেই রাতের অন্ধকারে গীতালদহে তৃণমূল কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর ও বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির ঘটনা ঘটলো। অভিযোগ উঠল কংগ্রেস প্রার্থীর স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা অভিযোগ কংগ্রেস।

হাসানুজ্জামান নামে দিনহাটা এক নং ব্লকের গিতালদহ ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের খারিজা গীতালদহ গ্রামের ওই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর অভিযোগ গতকাল রাতে যখন তিনি তাদের দলীয় প্রার্থী রেশমি সুলতানার প্রচারে বেরিয়েছিলেন ঠিক সেই সময় তার কাছে ফোন আসে ওই একই বুথের কংগ্রেস প্রার্থী মর্জিনা বেগমের স্বামী শাহানুর ইসলাম বেশ কিছু কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এসে তার বাড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং বোমাবাজি করে। একই অভিযোগ হাসানুজ্জামানের মা সাহারা বিবির। তিনিও জানান যখন তার ছেলে প্রচারের কাজে ব্যস্ত ছিল ঠিক সেই সময় স্থানীয় কংগ্রেস প্রার্থীর স্বামী শাহানুর ইসলাম এসে তাদের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে। যদিও সেই বোমা ফাটেনি বলে জানান তিনি। সাহারা বিবি আরো জানান ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দিলে সঙ্গে সঙ্গে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে সেই বোমা গুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। যদিও এ বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

তবে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে ওই বুথের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মর্জিনা বেগমের স্বামী শাহানুর ইসলাম জানান তাদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। সাহানুর ইসলাম আরো জানান গতকাল রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরাই প্রথমে সাহানুর ইসলামের বাড়িতে এবং তার প্রতিবেশীদের বাড়িতে অবাধে ঢিল ছোড়ার পাশাপাশি অস্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং পরবর্তীতে তারা নিজেরাই নিজেদের বাড়িঘর ভাঙচুর করে এভাবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিচ্ছে।

সব মিলিয়ে বলতে গেলে আর ৪৮ ঘন্টা পরেই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে পুনরায় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস প্রার্থীর মধ্যে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ কে ঘিরে ভোটের আগে আবারো সরগরম দিনহাটা।

তৃণমূল প্রার্থীর বাড়িতে হামলা ও বোমাবাজির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়

কোচবিহার ঃ তৃণমূল প্রার্থীর বাড়িতে হামলা ও বোমাবাজির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়।ঘটনাটি শীতলকুচির গাদোপোতা গ্রামের ২১৬ নাম্বার বুথের।অভিযোগ ২১৬ নাম্বার বুথের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ফজিলা বিবির বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা বাজি করা হয়।অভিযোগের তীর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে।যদিও অভিযোগ অস্বীকার কংগ্রেস নেতৃত্বের। তৃণমূল প্রার্থীর অভিযোগ গভীররাতে তার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা বাজি করা হয়।

খুঁটি পূজার মধ্যে দিয়ে সূচনা হলো দুর্গাপুজোর

মালদা ঃ খুঁটি পূজার মধ্যে দিয়ে সূচনা হলো দুর্গাপুজোর। রথ যাত্রার পর থেকেই বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন শুরু। বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে খুঁটিপুজো। পূজা উদ্যোক্তারা খুঁটি পূজার মধ্যে দিয়ে তাদের পূজোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে মালদা শহরের গৌড় রোড সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ও উদয়ন ক্লাবের পক্ষ থেকে আযোজন করা হয় খুঁটি পূজার। উপস্থিত ছিলেন, পুজো কমিটির সদস্য বরুণ সর্দার, চিত্ত হাজরা, অসীম সরকার, সঞ্জু রায়, আশীষ দাস, গৌতম দাস সহ অন্যান্য ক্লাব সদস্যরা।

ঢাক কাঁসর বাজিয়ে এদিন খুঁটি পূজার আযোজন করা হয়। খুঁটি পূজার মধ্যে দিয়ে তাদের পুজোর সূচনা হয় বলে জানান,বরুন সর্দার।তিনি বলেন, এবারে এই দুর্গোৎসব ৭২ তম বর্ষ পদার্পণ করল। এছাড়া ও পুজোর থিম স্বর্গ অভিযান। এছাড়াও খুঁটি পূজার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ করা হয়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনর আগে রুটমার্চ চালালেন কেন্দ্র বাহিনী

মালদা ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন একদিন আগে তার আগে হবিপুর থানার আইহো ও ঋষিপুর অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় রুটমার্চ চালালেন হবিবপুর থানার অফিসার সাথে নিয়ে কেন্দ্র বাহিনী। কোন সমস্যা রয়েছে কিনা সেই নিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন ভোট দিতে কোন সমস্যা থাকলে অতিসত্বর হবিপুর থানার প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করেন জানিয়ে দেওয়া হল সাধারণ মানুষকে।

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতালের চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্টের বিরুদ্ধে কর্মীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ এনজেপিতে

জলপাইগুড়ি ঃ নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতালের চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্টের বিরুদ্ধে কর্মীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ এন এফ রেলওয়ে এমপ্লইজ ইউনিয়নের। এনজেপি এলাকায় অবস্থিত ADRM অফিসে বিক্ষোভ দেখায় ইউনিয়নের সদস্য সদস্যারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ADRM অফিসের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাদের দাবি দ্রুত বর্তমান CMSকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। তাদের অভিযোগ, তপন কুমার মাঝি নামে ওই CMS এক বছর আগে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতালে দায়িত্বে আসেন। তারপর থেকেই হাসপাতালের মহিলা সহ পুরুষ সমস্ত কর্মীদের সাথে তিনি খারাপ ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। এমনকি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও করেন। একইসাথে মহিলাদের সাথেও তিনি খারাপ ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। অবশেষে তার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে এদিন বিক্ষোভে শামিল হল ইউনিয়নের সদস্য সদস্যারা।

পঞ্চায়েত ভোটের জন্য নকল ব্যালট পেপার তৈরী ,অভিযোগের তদন্ত দাবি করলো বিজেপি। কটাক্ষ তৃণমলের

জলপাইগুড়ি ঃ বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে এই বিষয়ে দ্রুত তদন্তের আবেদন জানিয়ে জেলা শাসকের কাছে স্বারকলিপি প্রদান করে।

এই প্রসঙ্গে জেলা বিজেপির অন্যতম নেতৃত্ব সৌজিত সিংহ জানান, আমাদের কাছে বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে এমন খবর এসেছে, যেটা গণতন্ত্রকে হত্যা করার পক্ষে যথেষ্ঠ।

এই জেলার বিভিন্ন ছাপা খানায় যেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার ছাপার কাজের ব্যাবস্থা করা হয়েছিলো, সেই সমস্ত ছাপা খানা গুলোতে বিগত কয়েক দিন ধরে শাসক দলের নেতাদের বার বার আসা যাওয়া সূত্রের দেওয়া খবরের সত্যতা আরো শক্তিশালী করে। এই বিষয়ে দ্রুত তদন্তের দাবি করছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

এ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস এসসি এসটি ওবিসি সেল এর সভাপতি কৃষ্ণ দাস জানান, বিজেপির অভিযোগ ছাড়া কি আছে। ওরা বাচ্চাদের মতন কথা বলে। এরা গোটা বইটা পড়ে না, কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু প্রশ্ন পড়ে গোটা বইটা পড়লে তো আর ফেল করে না। কটাক্ষ বিজেপিকে। ব্যালট পেপার ছাপানো যায়। নকল করা যায়।এটা কখনো হয়। ব্যালট পেপারের হিসাব থাকে সিরিয়াল নাম্বার থাকে।বিজেপির পায়ের নিচে মাটি নেই তাই ধরনের মিথ্যা অভিযোগ।

এন এফ রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নের শিলিগুড়ি শাখার পক্ষ থেকে তিন দিনের আলোচনার উদ্ভোধন

শিলিগুড়ি। এন এফ রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নের শিলিগুড়ি শাখার পক্ষ থেকে বাণী মন্দির রেলওয়ে হাইস্কুল মাঠের ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রেল কর্মচারীদের হিতে তিন দিনের আলোচনায় ভাগ নেন রেলওয়ে ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শিব গোপন মিশ্রা।আজ উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে একাধিক ইউনিয়নের পদাধিকারীকেরা ছাড়াও কাটিহারডিভিশনের ডি আর এম এস চৌধুরী সহ অন্যান্য অতিথিবৃদদের সংবদ্ধিত করা হয়।এরপর এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিব গোপাল মিশ্রা জানান, পেনশন হলো কর্ম জীবণ শেষ করবার পর একজন বৃদ্ধের সম্বল।সেই পেনশন স্কিম পরিবর্তন করছেন বর্তমান রেল দপ্তর।এটা হলে অনেক পেনশন প্রাপকদের অসুবিধা হবে এই কারনে পেনশন স্কিম পুরাতন রাখার দাবিতে গোটা দেশের রেল কর্মচরীরা আজ পথে।তাদের আন্দোলনের ফলে সরকার নতজনিত হতে শুরু করেছেন ।

চন্দ্রযান৩ অভিযানে বীরভূমের বিজয়কুমার দাঁই

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ চন্দ্রযান ৩ উৎক্ষেপন হয়েছে চোদ্দো জুলাই । চাঁদে পৌঁছতে সময় লাগবে প্রায় ৪৫ থেকে ৪৮ দিন । ইসরোর সিনিয়র তথ্য সম্প্রচারের দায়িত্বে রয়েছেন বীরভূম জেলার মল্লারপুর থানার দক্ষিণগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিনগ্রামের বিজয়কুমার দাঁই । ২০০০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো সাফল্য নিয়ে উত্তীর্ন হয় দক্ষিনগ্রাম জগত্তারিনী বিদ্যায়তন থেকে । বেলুরমঠ রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ন হয় । কল্যানী গভঃমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বিটেক করেন ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলি কমিউনিকেশনের উপর । এমটেক করেন যাদবপুর ইউনিভারসিটি থেকে । তারপর ২০০৭ সালে ইসরো ব্যাঙ্গালোরতে যোগ দেন । ২০১৯ সালে চন্দ্রযান ২ তিনি তথ্য সম্প্রচার বিভাগে দায়িত্বে ছিলেন । ২০২৩ সালে চন্দ্রযান৩ একই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সিনিয়র পদে । গর্বিত পরিবারের লোকজন । বাড়ীতে রয়েছেন মা বাবা দুই ভাই । বাবা পুলিশের এনভিএফ কমী ছিলেন । পেনশন পান না তাই চাষবাস করেন । বিজয়ের দাদা বিনয় বাবু মল্লারপুর পূর্ব চক্রের গৌড়বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন । ছোটো ভাই বাপী দাঁই মাস্টার ডিগ্রি করে চাকরি পায় নি চাষ আবাদ করেন । বিজয় স্ত্রী,এক ছেলে,এক মেয়ে নিয়ে থাকে । বছরে সময় পেলে এক দু'বার গ্রামের বাড়ীতে আসেন । চন্দ্রযান ৩ সর্বাঙ্গীন সাফল্য কমনা করছে গ্রাম জেলা রাজ্য সহ দেশবাসী । দক্ষিণগ্রামের বাসিন্দা দেবাশীষ রায় বলেন, খুবই গর্বের দিন । একমাসের ছুটি পেলেই বিজয় বাড়ী আসতো । এছাড়া প্রতিবছর দুর্গাপুজোর সময় বাড়ী আসে । গ্রামে এসে সবার সঙ্গে সাধারণ মানুষের মতোই মিশতো ।

বেশি কনেযাত্রী আসায় সংর্ঘষ গ্রেপ্তার পাঁচ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ পনেরো জুলাই লোবা গ্রামপঞ্চায়েতের শিমুলডিহি গ্রামের সুরিয়া খাতুনের সঙ্গে সাহাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের গুনসীমা গ্রামের শেখ আতিকুলের বিয়ে হয় । ষোলো জুলাই গুনসীমা গ্রামে পঁচিশজন কনেযাত্রী যাওয়ার কথা থাকলেও পাঁচজন কনেযাত্রী বেশি চলে যায় । এই ঘটনা ঘিরে বর ও কনে বাড়ীর লোকজনদের মারামারি সংর্ঘষ শুরু হয়ে যায় । জখম হয় কনে সহ বেশ কয়েকজন । তারা সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । দুবরাজপুর ও সদাইপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । বর শেখ আতিকুল,তার বাবা শেখ কালো,শেখ বাদশা ও শেখ শাকিরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । পাঁচজন পলাতক ।

নির্বাচনের পরেও উত্তর দিনাজপুরে সহিংসতা অব্যাহত, জাতীয় সড়কে জ্যাম, বহু যানবাহন পুড়িয়েছে

উত্তর দিনাজপুর ঃভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত। রবিবার সকালে চাকুলিয়া থানার রামপুরে বিরোধীরা রামপুর চাকুলিয়া রাস্তা অবরোধ করে। দুটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে তারা রামপুরে ৩১ নং জাতীয় সড়কে অবরোধ করে। একটি সরকারি বাস সহ একাধিক যানবাহন ভাংচুর করে। কার্যত উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছে, ভোটের দিন তৃণমূলের দুস্কৃতীরা বুথ দখল করেছিল বলে অভিযোগ। এই ঘটনার প্রতিবাদে এই দিনের বিক্ষোভ।

মন্ত্রী ও পুলিশের গাড়িতে দুস্কৃতীদের হামলা,যখম পুলিশ কর্মী

মালদা ঃ মন্ত্রী ও পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে।এমনকি এক পুলিশ কর্মীকে পাথরের আঘাতে জখম করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে।জানা যায়,শনিবার রাত ১০ টা নাগাদ রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নং ব্লকের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ভোট পরিদর্শন করে ফিরছিলেন।বস্তা গ্রামে একদল দুস্কৃতী মন্ত্রী ও পুলিশের গাড়ি আটকে পাথর ও ইটের টুকরো ছুড়তে শুরু করেন।পাথরের আঘাতে ভেঙে যায় গাড়ির কাচ এবং এক পুলিশকর্মী জখম হয়ে পড়েন।রাতেই ওই পুলিশ কর্মীকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বলে খবর। তবে অনুমান করা হচ্ছে বিহার থেকে এসে দুস্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে । পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে নিগৃহীত সাংবাদিকরা, ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হল শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাব

জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের নাথুয়াহাটে পঞ্চায়েত নির্বাচনের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে নিগৃহীত হয় বেশ কয়েকজন সাংবাদিক। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে শিলিগুড়িতে একটি বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল করল শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাব। পরবর্তীতে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে তাদের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়।

গতকাল, জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের নাথুয়াহাটে ছাপ্পা ভোট চলছিল, সেই ছবি তুলতে গিয়ে আক্রান্ত হন একাধিক সাংবাদিক। তার মধ্যে মহিলা সাংবাদিকও ছিল। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রবিবার দুপুরে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাব থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল করে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের সাংবাদিকরা। মিছিলটি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে অবস্থিত জার্নালিস্ট কাবের সামনে থেকে শুরু হয় ও কোর্টমোড়ের কাছে গান্ধীমন্দির পাদদেশে এসে শেষ হয়। সেখানে অবস্থান বিক্ষোভ করে সাংবাদিকরা।

ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এলাকাকে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে আনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবেন ঃ গৌতম দেব

শিলিগুড়ি ঃ যারা দল থেকে বেরিয়ে গেছে তাদের কোনোভাবেই দলে ফেরানো হবে না, কেউ যদি দল বিরোধী কাজ করে তাহলে তাদের দল থেকে বহিস্কার করে দেওয়া হবে, ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কানকাটা মোড়ে অবস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে এমনি মন্তব্য করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বৃহস্পতিবার, বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করেন মেয়র। সেখানে তিনি বলেন, যারা দল বিরোধী কাজ করেছে তাদের ইতিমধ্যেই দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। তারা অনুরোধ করলেও তাদের আর দলে ফেরানো হবে না। এই বিষয়টি ইতিমধ্যেই অভিষেক বঃদ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন মেয়র। তিনি আরো বলেন, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। কিন্তু এখানকার বিধায়ক কোনো কাজ করেন নি। আমাদেরকে মানুষ সুযোগ দিলে আমরা আবার এই এলাকায় উন্নয়ন করব। ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী এলাকাকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের আওতায় আনার অনুরোধ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে নির্বাচনের পর আলোচনা করবেন মেয়র বলে জানান।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল যাতে জয়ী হয় সেই কামনা করে মন্দিরে পুজো করলো তৃণমূলের নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের দার্জিলিং জেলা কমিটি

শিলিগুড়ি ঃগোটা রাজ্যেই পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে শনিবার। আর এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল যাতে জয়ী হয় সেই কামনা করে মাটিগাড়া এলাকায় মহাকালী মাতৃ মন্দিরে পুজোর আযোজন করল তৃণমূলের নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের দার্জিলিং জেলা কমিটি। বৃহস্পতিবার দুপুরে মন্দিরে পুজো ও মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে অংশ নেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি শিব হাজরা। জানা গিয়েছে এদিন সকাল থেকেই সংগঠনের সদস্যরা উপবাস থেকে মন্দিরে এসে নিয়ম নিষ্ঠা করে পূজো ও মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে সংগঠনের জেলা সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়ার ব্লক প্রেসিডেন্ট প্রফুল্ল বর্মণ, প্রাক্তন ব্লক প্রেসিডেন্ট খগেস্বর রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী ডক্টর সুমন চ্যাটার্জী সহ দলের নেতৃত্বরা। মন্দিরের পূজো শেষে প্রসাদ বিতরণের করা হয়।

আলিপুরদুয়ার জেলার ছয়টি ডি সি আর সি তে ভোট কর্মীরা আসতে শুরু করেছে

আলিপুরদুয়ারঃ শুক্রবার সকাল থেকে আলিপুরদুয়ার জেলার ছয়টি ডি সি আর সি তে ভোট কর্মীরা আসতে শুরু করেছে। নিজ নিজ বুথ দেখে নিচ্ছেন ভোটকর্মীরা। চলছে কড়া পুলিশি প্রহরা। আলিপুরদুয়ার জেলার দুই নং ব্লকে যোশোডাঙ্গা হাই স্কুল, কালচিনি ব্লকে ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি হাই স্কুল, আলিপুরদুয়ার এক নং ব্লক সোনাপুর বি কে হাই স্কুলে ডি সি আর সি করা হয়েছে।এদিন সকাল থেকে ভোট কর্মীরা ডি সি আর সি তে আসতে শুরু করেছে।

ভোটের প্রাক্কালে এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করতে বাম কংগ্রেসের জোট কর্মীদের বেধড়ক মারধর

মালদাঃ ভোটের প্রাক্কালে এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করতে বাম কংগ্রেসের জোট কর্মীদের বেধড়ক মারধর, বাড়ি ভাঙচুর সহ বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালনার অভিযোগ উঠল শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার রতুয়া ২নং ব্লকের পরাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মীরজাতপুরের চাঁদপুর এলাকায়। ঘটনায় আহত হয়েছে ৮ জোট কর্মী। বর্তমানে এলাকায় মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। থমথমে রয়েছে গ্রামের পরিবেশ। যদিও জোটের তোলা অভিযোগ নস্যাৎ করেছে তৃণমূল। পাল্টা কাঠগড়ায় তুলেছে জোট কর্মীদের।

মালদায় সার্ভিকাল এপিডুরাল অ্যানেস্থেশিয়ার অধীনে সম্পূর্ণ থাইরয়েডেক্টমি সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন

মালদাঃ মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডাক্তাররা সার্ভিকাল এপিডুরাল অ্যানেস্থেশিয়ার অধীনে সম্পূর্ণ থাইরয়েডেক্টমি সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। মালদায় এই প্রথম এবং উত্তরবঙ্গেও প্রথমবার হতে পারে। রোগী তার গলার অস্ত্রোপচারের সময় সম্পূর্ণ জাগ্রত থাকে এবং তার থাইরয়েড অস্ত্রোপচারের সময় সাড়া দেয়। চিকিৎসকরা বলেছেন যে থাইরয়েড সার্জারি দিয়ে গলগন্ডে আক্রান্ত কার্ডিয়াক রোগীদের সার্ভিকাল এপিডুরাল অ্যানেস্থেশিয়া হল সর্বোত্তম উপায়। সাধারণভাবে, রোগীকে অজ্ঞান না করেই সম্পূর্ণ থাইরয়েড সার্জারি করা হয়। মালদা মেডিকেলের চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন রোগীর স্বামী পুণ্য মণ্ডল। তার বাড়ি গাজোল থানার গোয়ালপাড়া, কৃষ্ণপুরে। স্ত্রী কল্পনা মন্ডল (৪৮) দীর্ঘদিন ধরে থাইরয়েড সমস্যায় ভুগছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করেও কোনো ফল হয়নি। অবশেষে মাস কয়েক আগে মালদা মেডিকেলের ইএনটি বিভাগে আসেন তিনি। এদিন ৬ জন চিকিৎসকের একটি দল অস্ত্রোপচার করেন। সেই দলে, ডাক্তার উৎপল জানা, গণেশ চন্দ্র গাইন, শুভজিৎ সরকার এবং সহেলি নাগ সার্জারি টিমে ছিলেন এবং ডাক্তার এম এ রহমান, শিবানী চক্রবর্তী, মতিলাল মাহাতো অ্যানেস্থেসিয়া টিমে ছিলেন। ডাঃ উৎপল জানা বলেন, 'অত্যন্ত বিরল অ্যানেস্থেশিয়ার সার্জিক্যাল প্লেন', তিনি আরও যোগ করেন যে আমরা শুধু কটিদেশীয়বক্ষঃ এপিডুরাল জানতাম। সাধারণত থাইরয়েড সার্জারি জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে সহজেই করা যায়। কিন্তু সার্ভিকাল এপিডুরাল এনেস্থেশিয়া আমাদের জন্য এবং স্পষ্টতই রোগীর জন্য অস্ত্রোপচারকে সহজ করে তোলে। এটি আমার ক্যারিয়ারে প্রথম এবং সম্ভবত উত্তরবঙ্গে প্রথম এবং এটি ডাঃ এম এ রহমান এবং তার দলের কারণে সম্ভব হয়েছিল। ডক্টর এম এ রহমান তার কৃতজ্ঞতা জানান এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মালদা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ জানান যে সমস্ত প্রযোজনীয় যন্ত্র প্রযোজনে সমস্ত রোগীর জন্য বিনামূল্যে পাওয়া যায়। এখন গুরুতর রোগে আক্রান্ত রোগীকে কলকাতায় রেফার করা যাবে না কারণ আমাদের মালদা মেডিকেল কলেজ এখন সমস্ত জটিল ক্ষেত্রে চিকিৎসা করতে সক্ষম। শেষে রোগী ও তার স্বজনরা খুশি এবং রোগীর স্বজনরা তার চিকিৎসার জন্য ডাঃ জানাকে ধন্যবাদ জানান এবং ডাঃ জানা অ্যানেস্থেশিয়া টিমকে ধন্যবাদ জানান।

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু ভোট কর্মীরা

জলপাইগুড়ি ঃজলপাইগুড়িতে পলিটেকনিক কলেজে করা হয়েছে ডি সি আর সি, শুক্রবার সকাল থেকেই সদর ব্লকের বিভিন্ন বুথে পৌঁছতে শুরু করেছেন পঞ্চায়েত ভোটের ভোট কর্মীরা।

এই পলেটেকনিক কলেজেই আবার ১১ ই জুলাই শুরু হবে গণনা। রাত থেকেই সদর ব্লকের বিডিও তথা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক নিজে উপস্থিত থেকে ডি সি আর সি, তদারকি করছেন পুরো ভোট প্রক্রিয়া। পাশাপাশি পুলিশের নজরদারি চলছে সর্বত্র। ডি সি এস সি তে পৌঁছে ডিএসপি সমীর পাল জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনী বুথে বুথে পৌঁছে যাবে। ডিসিআরসি থেকে ভোট কর্মীরা পুলিশ নিয়ে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে যাবে। এখন পর্যন্ত সব শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে ভোট প্রক্রিয়া।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ভারতে অশ্লীলতা আইন যেভাবে নারীর শরীর নিয়ন্ত্রণ করছে

নয়া দিল্লি ঃ ভারতে অশ্লীলতার সাংবিধানিক সংজ্ঞা মূলত বিচারকরা কীভাবে ব্যাখা করছেন অনেকটাই তার ওপর নির্ভর করে। তবে তরুণীদের অনেকে মনে করছেন, তাদের বাকস্বাধীনতা হরণ করতে এই আইন ব্যবহার করা হয়।

বিশ্বের ফ্যাশন জগতের পরিচিত এক নাম উফরি জাভেদ। মুম্বইয়ের নামকরা এই অভিনেত্রীকে ইন্সটাগ্রামে ৪০ লাখ মানুষ অনুসরণ করেন। টুইটারে তার ভক্ত আছে দুই লাখ। সমালোচনার মুখেও পড়েন তিনি। তার বিরুদ্ধে বিষোদগার - তিনি 'আঁটসাট, খোলামেলা কাপড় পরেন।'

যেমন, গত জানুয়ারিতে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির মহারাষ্ট্র প্রদেশের নেত্রী চিত্রা ওয়াগ মুম্বাই পুলিশেকে উফরির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানায়। চিত্রার দাবি, 'জনসম্মুখে, রাস্তায় অশ্লীলতা করছেন উফরি।'

এক টুইটে এই নারী নেত্রী বলেন, ''যারা মুম্বইয়ের রাস্তায়, জনসম্মুখে শরীরকে কামুকভাবে উপস্থাপন করে চলাফেরা করে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।''

এর উত্তরে উফরি জাভেদ বলেন, ''আরেক রাজনীতিবিদের কাছ থেকে পুলিশে অভিযোগ পেয়ে আমার নতুন বছর শুরু হলো। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার শরীরের গোপন অঙ্গ দেখা না যায় ততক্ষণ আপনি আমাকে জেলে দিতে পারবেন না।''

এই অভিনেত্রী বলেন, ''সৃষ্টিশীল হওয়ার কারণে এবং ফ্যাশন নিয়ে নিজের ভাবনার কারণে তাকে প্রায়ই 'বেশ্যা, পর্নস্টার ইত্যাদিসহ নানা কথা শুনতে হয়।'' এমনকি কেউ কেউ তাকে মারধরের এবং ধর্ষণের হুমকিও দিয়েছেন, জানান তিনি।

''সময়ের সাথে সাথে অশ্লীলতার সংজ্ঞা পাল্টাচ্ছে। আর তাই এমন কাথাবার্তা আসলে আমি গুরুত্ব দেই না। কিন্তু আমি যা শিখছি তা হলো, আমাদের সমাজে সব বিষয়ই নারীর লিঙ্গে গিয়ে শেষ হয়। সবসময়ই নারীদের দোষ। পুরুষেরা যা কিছু তাই করতে পারে।''

ভারতের অশ্লীলতা আইন মূলত নৈতিকতা ও ভদ্রতা বা শিষ্টাচারের বিষয় থেকেই উদ্ভব। তবে

অশ্লীলতা কীভাবে নির্ধারিত হবে তা নিয়ে অবশ্য ভারতের আদালতকেও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়। দেশটির দণ্ডবিধির ২৯২ ধারায় অশ্লীলতা বলতে এমন বিষয়কে বোঝানো হচ্ছে, যা কামুকতাকে উসকে দেয়। আইনিভাবে কোনোকিছু অশ্লীল হলে তা বিক্রি করা, প্রকাশ করা বা বিতরণ করা নিষিদ্ধ। অশ্লীল অভিনয় এবং গানও দেশটির আইনে নিষিদ্ধ। এদিকে অশ্লীলতা আইনের আওতায় এখন ডিজিটাল পরিসরও। দেশটির ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট অনুযায়ী, অনলাইনে অশ্লীল কোনো কিছু প্রকাশ করা বা বিতরণ করা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

দিল্লির আইনজীবি শ্রেয়া মুনোথ বলেন, ব্রিটিশ আমলে ভারতে অশ্লীলতা বিষয়ক আইন করা হয়। তিনি বলেন, বাকস্বাধীনতার বিষয়ে ভারতেই আইনে 'নিয়ন্ত্রণমূলক ধারণা' রয়েছে আর অশ্লীলতা বিষয়ক আইন প্রায়ই নারীদের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

''নারীদের বিষয়ে মামলায় আদালত পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব পোষণ করে থাকে। আদালতের ভাবনাটি এমন যে, নারীদের দেখভালের দায়িত্ব রাষ্ট্রের।''

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাকস্বাধীনতার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে এমন ঘটনাও অবশ্য আছে।

দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্যে অ্যাকটিভিস্ট রেহানা ফাতিমার বিরুদ্ধে ২০২০ সালে একটি মামলা দায়ের করা হয়। ফেসবুকে পোস্ট করা এক ভিডিওতে দেখা যায়, ফাতিমার শিশু সন্তান তার অর্ধনগ্ন শরীরের উপর কিছু আঁকছে। ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা ছিল বডিআর্টপলিটিকস অর্থাৎ শরীর, শিল্প রাজনীতি।

যৌনতা এবং নগ্নতা নিয়ে সমাজে বিদ্যমান যে ট্যাবু তা চ্যালেঞ্জ করতেই ভিডিওটি বানানো হয়েছিল বলে জানান ফাতিমা। ফেসবুকে প্রকাশের পর ভিডিওটি নিয়ে ব্যাপক শোরগোল শুরু হয় এবং অনেকেই এটিকে 'অশ্লীল এবং অভদ্র কাজ' বলে আখ্যায়িত করেন।

তবে গত মাসে কেরালার আদালত ফাতিমার বিরুদ্ধে মামলাটি রহিত করে। একই সাথে অশ্লীলতা আইন, নৈতিকতা এবং নারী শরীর নিয়ে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে আদালত।

বিচারক কাউসার এদাপ্পাগাথ বলেন, নারীরা নিপীড়নের শিকার, বৈষম্যের শিকার, বিচ্ছিন্ন এবং নিজেদের শরীরে ও জীবন নিয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে।

শরীরের স্বাধীনতা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অংশ, ভারতের সংবিধান যার নিশ্চয়তা প্রদান করে। নগ্নতাকে 'অশ্লীল, অভদ্র বা অনৈতিক হিসেবে দেখা যেতে পারে না।'

পুরুষের অর্ধনগ্ন শরীর স্বাভাবিকভাবে দেখা হচ্ছে, কিন্তু নারীর শরীরকে দেখা হচ্ছে ভিন্নভাবে, বলেন তিনি।

অশ্লীলতা বিষয়ে ভারতের আইন নিয়ে বিচারক এদাপ্পাগাথ বলেন, সমাজের নৈতিকতা ও কিছু মানুষের মনোভাবের কারণে কোনো ব্যক্তিকে বিচারের মুখোমুখি করা যায় না।

ইউরোপে 'মানব চিড়িয়াখানা' আর নেই, তবে বর্ণবাদ শেষ হয়নি

ঢাকা ঃ ঔপনিবেশিক ইউরোপে একসময় 'মানব চিড়িয়াখানা' বেশ পরিচিত ছিল। বর্ণবাদী নৃতাত্ত্বিক এই প্রদর্শনী হামবুর্গ, লিসবন বা ব্রাসেলসের মতো শহরে মাঝেমাঝেই হতো। সেই সময় আর নেই।

পঞ্চদশ শতাব্দি থেকেই এই চর্চার কথা শোনা যায়। তখন উপনিবেশ থেকে মানুষকে অপহরণ করে ইউরোপে নিয়ে আসা হতো এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তাদের দেখানো হতো। ইউরোপের বিভিন্ন শহরে অমানবিক এই বর্ণবাদী চর্চা গত শতকের শুরুর দিকেও দেখা গেছে। সেই 'মানব চিড়িয়াখানা' এখন আর দেখা যায় না। আর সামগ্রিকভাবে বর্ণবাদবিরোধী কঠোর অবস্থান জার্মানি ও ইউরোপ নিয়েছে বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। কিন্তু সেই অবস্থার পরিবর্তন কতটা হয়েছে? দুদিন আগেই কথা হচ্ছিল একজন সহকর্মীর সঙ্গে। তিনি গ্রীষ্মের ছুটিতে বার্লিন গিয়েছিলেন বেড়াতে। ফেরার দিন ট্রেনের এক কামড়ায় তিনিসহ আরো তিন ডজন মানুষ উঠেছিল। কিন্তু ট্রেনের টিকিট শুধু সেই সহকর্মীরটাই পরীক্ষা করেছেন চেকার! এই ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আমার সহকর্মী। তার কাছে এটা মনে হয়েছে অস্বাভাবিক আচরণ। এরকম আচরণ যে শুধু তার সঙ্গে হয়েছে বিষয়টি এমন নয়। এশীয় বংশোদ্ভূত এক নারী জানিয়েছেন, জার্মানিতে বাসা ভাড়া নেয়ার পর শুরুর দিকে কেউ কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি সেখানে ঘরদোর পরিস্কারের কাজ করতে গিয়েছেন কিনা! এগুলোকে হয়ত ছোট ছোট বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া যায়। ব্যক্তিগতভাবে আমি জার্মানি বা ইউরোপে গত দেড় দশকে কোনোরকম বর্ণবাদী আচরণের মুখোমুখি হইনি। তবে পরিসংখ্যান বলছে, বর্ণবাদী সহিংস ঘটনাও ঘটছে জার্মানিতে। ২০২২ সালে জার্মানিতে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' সহিংস ঘটনা ঘটেছিল এক হাজার ৪২টি। তার মধ্যে দুইতৃতীয়াংশ ঘটনার ধরন ছিল বর্ণবাদী।

জার্মানিতে মুসলমানদের বসবাসের বিষয়টি নিয়ে বিরুপ প্রতিক্রিয়ার কথা শোনা যায় মাঝেমাঝে। এক জরিপে অংশ নেয়াদের একতৃতীয়াংশ মত দিয়েছেন যে ইউরোপের দেশটিতে মুসলমানদের অভিবাসন সীমিত করা উচিত। সেই জরিপে অংশ নেয়াদের ২৭ শতাংশ আবার এই মতও দিয়েছেন যে জার্মানিতে অনেক বেশি মুসলমান বসবাস করছেন। এতটুকু পড়ে এমন ভাবার কারণ নেই জার্মানি বিদেশি বা মুসলমানদের জন্য বোধহয় নিরাপদ নয়। আমি বলবো উল্টো, বর্তমান জার্মানি অতীতের অনেক ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে, অনেক অপরাধের দায় স্বীকার করে সামনে আগানোর কৌশল বেছে নিয়েছে। ফলে ২০১৫ সালে সিরিয়ার ১০ লাখের বেশি শরণার্থীর জন্য দুয়ার খুলে দিয়ে নজির সৃষ্টি করেছিল ইউরোপের এই দেশটি। আরো বেশি বেশি বিদেশিকে জার্মানি আসতে উৎসাহিত করতে সম্প্রতি অভিবাসন আইনও সংস্কার করেছে দেশটি। তাছাড়া বর্ণবাদ প্রতিরোধে জার্মানিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে নানা উদ্যোগ সচল রয়েছে। সরকারি নীতির পাশাপাশি সমাজ থেকে বর্ণবাদ হটাতেও প্রচারণা চালানো হয়। এধরনের যেকোনো ঘটনা দ্রুত সামনে আনা হয় যাতে তা প্রতিরোধ করা যায়। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এধরনের উদ্যোগ রয়েছে। কিন্তু তারপরও সমাজ থেকে বর্ণবাদ পুরোপুরি সরতে এখনো অনেক সময় লাগবে মনে হচ্ছে। বিশেষ করে ছোটখাট বা বিচ্ছিন্ন যেসব ঘটনা এখনো ঘটছে সেগুলোও বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি বর্ণবাদের বিষবাষ্প নতুন করে যাতে বাড়তে না থাকে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

মাতৃ ভাষা ও নিজ ঐতিহ্য রক্ষার্থে শিশুদের বাংলা শিক্ষাই একমাত্র পথ

পোটকাঃ কিংবদন্তি সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসত বাটিতে সাহিত্যিকের মানসপুত্র অপুর নামে নামাঙ্কিত অপু পাঠশালায় বঙ্গ উৎসব সমিতির ঘাটশীলা শাখার সভাপতি শ্রী সাধুচরণ পাল , সম্পাদক ডাঃ সন্দীপ চন্দ, অধ্যাপক শ্রী অলোক চক্রবর্তী, এবং শ্রীমতি সাধনা পাল অতি যত্ন সহকারে পথের পাঁচালীর অপু - দূর্গার মতন বহু সংখ্যক শিশুদের গৌরী কুঞ্জ থেকে প্রত্যেকটি শিশুদের দেওয়া বর্ণ পরিচয় সহজপাঠ দ্বিতীয় ভাগ থেকে ভাষা শিক্ষা প্রদান করছেন এবং হাজার ব্যস্ততার মাঝেও প্রিয় তাপস দা বিভূতি ভূষণ বাবুর প্রিয় আম গাছের তলায় উপস্থিত আছেন যাতে বাংলা শিক্ষা দান বা ছাত্রী - ছাত্রদের কোনো ধরনের অসুবিধা না হয়, অপর দিকে পোটকার মাতাজী আশ্রমে,বড় ভূমরিতে,কালিকাপুরে ও খয়েরপাল গ্রামে বাংলা শিক্ষা দান চলছে এছাড়াও কোয়ালি সরস্বতী শিশু মন্দিরে,মাটিগাড়া মধ্য বিদ্যালয়ে ও বাংলা শেখানো হচ্ছে। আজ সাহিত্যিক সর্ব শ্রদ্ধেয় শ্রী সুনীল দে মহাশয় বড় ভূমরিতে শ্রী কমল কান্তি ঘোষ মহাশয়ের সাথে বাংলা স্কুল পরিদর্শন করেন। বাংলা শিক্ষা কেন্দ্রে মোট ৫০ জন ছেলে মেয়ে বাংলা শিখছে শিক্ষিকা শ্রীমতি রিতা মণ্ডল ও রিনা মন্ডলের সানিধ্যে।

ঘাটশিলায় জামশেদপুরের সাংসদ শ্রী বিদ্যুৎ মাহাতো মহাশয়ের সাথে শ্রী তাপস চ্যাটার্জি, শ্রী কাবু দত্ত, শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ, শ্রী মনোজ সরকার,শ্রী জুরাণ মুখার্জি,শ্রী ,প্রণব সরকার,শ্রী সঞ্জীব চ্যাটার্জি মহাশয়রা সাক্ষাৎ করেন এবং পূর্ববর্তি সময়ে ওনাকে বঙ্গীয় সংস্থার পক্ষ রেল স্টেশনের ফলকে বাংলা নাম লেখার আবেদন পত্রের বিনিময় কবে পুনঃ বাংলায় লেখা হবে জানতে চাওয়া হয় এবং বিগত দিন কেন্দ্রীয় রেল রাজ্য মন্ত্রী শ্রী রাও সাহেব পাটিল ধানবে মহাশয়কে একই বিষয়ে দেওয়া দাবি পত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হয় ও সত্তর বাংলা

ভাষীদের সুবিধার্থে পুনঃ বাংলার ফলক স্থাপনের দাবি করা হয়, সাংসদ মহাশয় জানান রেল মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা হয়েছে আগামী কিছুদিনে কাজ শুরু হবে বলেন। ১৬ ই জুলাই, রবিবার,২০২৩ গোবিন্দপুর ব্লক অন্তর্গত হিরাপুর হরি মন্দিরে বাংলা ভাষা উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয়ের সভাপতিত্বে আযোজিত আলোচনা সভায় অমর শহীদ অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম বসুর বলিদান দিবস উপলক্ষে ধানবাদে বিশাল পদযাত্রার আযোজন করা হবে ।মহিলা মোর্চার সভাপতি শ্রীমতি রিনা মন্ডল বক্তব্যে বলেন ঝাড়খণ্ডের সকল জেলার গ্রাম ও শহরের যুবক - যুবতীদের সংযুক্ত করে ভাষার অধিকার প্রাপ্তি না পাওয়া পর্যন্ত বাংলা ভাষা আনন্দলন ব্যাপক ভাবে গড়ে তোলা হবে। সভায় সংস্থাপক সদস্য শ্রী বেগু ঠাকুর,শ্রীমতি রেখা মন্ডল সহ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দুই নারী সাংবাদিককে হত্যাচেষ্টায় ব্যর্থ ইউক্রেন ঃ রাশিয়া

মাস্কো ঃ ক্রেমলিনপন্থি দুই নারী সাংবাদিককে হত্যাচেষ্টা করে ইউক্রেন ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে রাশিয়া। হত্যাচেষ্টায় জড়িত থাকার অভিযোগে সাত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। শনিবার রুশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, একটি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে রাশিয়ার দুই হাইপ্রোফাইল সাংবাদিককে হত্যাচেষ্টা করেছে ইউক্রেন। এই দুই সাংবাদিক হলেন ক্রেমলিনপন্থি আন্তর্জাতিক সম্প্রচারকারী আরটিএর প্রধান সম্পাদক মার্গারিটা সিমোনিয়ান এবং টিভি উপস্থাপক কেসনিয়া সোবচাক। রাশিয়ার এফএসবি নিরাপত্তা সংস্থা জানিয়েছে, এই দুই নারী সাংবাদিককে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে সাত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা দাবি করেছে, অভিযুক্ত সাত ব্যক্তি নব্য নাৎসি গ্রুপ প্যারাগ্রাফ৮৮এর সদস্য।বার্তা সংস্থা ইন্টারফ্যাক্স জানিয়েছে, অভিযুক্ত সাত ব্যক্তি রাশিয়ার নিরাপত্তা সংস্থা এফএসবিএর কাছে স্বীকার করেছে, ওই দুই নারী সাংবাদিককে হত্যার জন্য জনপ্রতি ১৫ লাখ রুবল বা ১৪ হাজার ৮০০ ইউরোর সমপরিমাণ অর্থ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইউক্রেন।রাশিয়ার এমন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি কিয়েভ। তবে, রাশিয়ার অভিযোগের সত্যতা যাচাই করাও সম্ভব হয়নি। ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের উগ্র সমর্থক হিসেবে পরিচিত আরটিএর প্রধান সম্পাদক মার্গারিটা সিমোনিয়ান রাশিয়ান কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ করে টেলিগ্রামে দেয়া এক পোস্টে লিখেছেন, ''কাজে এগিয়ে যান, ভাইয়েরা!''

অন্যদিকে, রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের সমালোচক হিসেবে পরিচিত ছিলেন টিভি সঞ্চালক কেসনিয়া সোবচাক। ২০১৮ সালের নির্বাচনেও তার ভূমিকা ছিল স্পষ্টত পুটিনের বিপক্ষে। হত্যাচেষ্টার অভিযোগ প্রসঙ্গেও তার স্বর ছিল কিছুটা ভিন্ন। টেলিগ্রামে এই টিভি উপস্থাপক লিখেছেন, ''যদি এসব সত্য হয়, তাহলে (অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনতে) যারা কাজ করেছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'' তিনি আরো লিখেছেন, ''আর যদি সত্য না হয়, সিমোনিয়ানের সঙ্গে আমাকেও মিলিয়ে ফেলা হয়, তাহলে এর কোনো অর্থ থাকে না।'' পাল্টা আক্রমণের প্রথম দুই সপ্তাহে ক্ষতির মুখে পড়েছে ইউক্রেন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ মাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে,পাল্টা আক্রমণের প্রথম দুই সপ্তাহে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো ইউক্রেনের অস্ত্রের ২০ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে। নাম প্রকাশ না করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে সংবাদ মাধ্যমটি আরো জানিয়েছে, পরের সপ্তাহগুলোতে ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত যুদ্ধ সরঞ্জামের মধ্যে ছিল ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া যান এবং পশ্চিমা যুদ্ধ সরঞ্জাম।

ইউক্রেনকে বিলিয়ন ডলারের সামরিক সরঞ্জাম দিয়েছে পশ্চিমারা। এর মধ্যে কিছু সরঞ্জাম আছে খুবই উন্নত প্রযুক্তির এবং শীর্ষস্থানীয়। এগুলো নিয়ে সবার মধ্যেই একপ্রকার আগ্রহ ছিল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে কখন এসব ব্যবহার করা হবে, কেমন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাবেএমন প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল অনেকের মধ্যে। রাশিয়ার দখলে চলে যাওয়া অঞ্চলগুলো ফিরিয়ে আনতে গেল জুনে পাল্টা আক্রমণে যায় ইউক্রেন। কিন্তু সেই প্রচেষ্টাটি জোরালো ছিল না, বরং ধীরগতির ছিল। চলতি মাসের শুরুতে অবশ্য সেই কথা স্বীকারও করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এর মধ্যে পশ্চিমা মিত্রদের কাছে আরো অস্ত্র চেয়েছেন তিনি। এর মধ্যেই খবর এসেছে, বেলারুশের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ভাগনার বাহিনী। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বেলারুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

'নিরাপত্তা দুর্বলতা ও অবহেলার কারণেই তথ্য ফাঁস হচ্ছে'

ঢাকাঃ বাংলাদেশের কমবেশি পাঁচ কোটি মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য উন্মুক্ত হয়ে গেছে। কীভাবে তা উন্মুক্ত হলো? কার অবহেলায়? তদন্ত রিপোর্ট থেকে সত্যিটা জানা যাবে?

যে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আমরা খবরটি পেয়েছি, সেটা দেখে মনে হচ্ছে এখানে বড় ধরনের একটা কারিগরি দুর্বলতা ছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কারিগরি দুর্বলতা কেন থাকল? একটা হতে পারে, তারা হয়ত বুঝতেই পারেননি এই ডাটাবেজটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের একটা স্পর্শকাতর ডাটাবেজ কোন ধরনের প্রোটেকশন ছাড়া, সিকিউরিটি ছাড়া করা উচিৎ না। আরেকটি হতে পারে যারা এটার ডিজাইন করেছেন তারা সিকিউরিটির বিষয়টি একেবারেই অবহেলা করেছেন। না হলে এটা এভাবে হওয়ার কথা না।

তারা হয়ত গুরুত্বটা বোঝেইনি। যে এই দুর্বলতা খুঁজে পেয়েছে সে তো কয়েকদফা ইমেইল করে জানিয়েছে। কিন্তু কেউ তাতে সাড়া দেয়নি। তার মানে ব্যাপারটাকে আমরা একেবারেই গুরুত্ব দিইনি। কাজেই যারা এর দায়িত্বে ছিলেন তারা এর গুরুত্ব বোঝেননি, অথবা তারা একেবারেই অবহেলা করেছেন। এই দুইয়ের বাইরে অন্য কিছু হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী দাবি করেছেন, জন্ম নিবন্ধন ওয়েবসাইট থেকেই এই তথ্য উন্মুক্ত হয়েছে। কিন্তু রেজিস্ট্রার জেনারেল বলছেন, তাদের ওয়েবসাইট অত্যন্ত সুরক্ষিত। এখানে থেকে তথ্য উন্মুক্ত হয়নি। এই ঠেলাঠেলিতে দায়িত্বে অবহেলার বিষয়টি কি আড়ালেই থেকে যাবে? আসলে ওঁরা যেটা বলছেন তার উপর নির্ভর করেই তো আমরা কথা বলছি। এখানে একজনের উপর আরেকজন দায় না চাপিয়ে একটা নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। যেটা আসলে মূল সমস্যাটা চিহ্নিত করবে। নিশ্চিতভাবেই এখানে সুশাসনের অভাব ছিল। নিশ্চিতভাবেই প্রাথমিক পরিকল্পনা ও তথ্যের জায়গায় গ্যাপ ছিল। এবং সেইসঙ্গে আমি যদি এনআইডি কর্তৃপক্ষের কথা বলি, তারাও যখন কাউকে তাদের ডাটাবেজে প্রবেশাধিকার দিচ্ছেন, তার সমন্ধেও তাদের জানা উচিত। দেখে, বুঝে এটা দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে তারাও অবহেলা করছেন বলে আমার মনে হয়। কাজেই এখানে সাময়িকভাবে অনেকের ব্যর্থতা আসে। আগে কি হয়েছে সেটা না ভেবে এখন যে মূল জিনিসটা দেখা দরকার সেটা হচ্ছে, এই গ্যাপগুলো চিহ্নিত করা এবং সেগুলো বন্ধ করা। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্যে নিয়মিত মনিটরিং এবং যথাযথ আপগ্রেড যেন যথাসময়ে করা হয়। তাহলে ভবিষ্যতে হয়ত আমরা এই ধরনের ঘটনা থেকে রেহাই পাব। আর দ্বিতীয় যে বিষয়টা এখানে দেখা উচিৎ কারো যদি কোন অবহেলা থাকে বা ইচ্ছাকৃত ত্রুটি থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনগত একটা ব্যবস্থা নেওয়া খুবই জরুরি।

কিছুদিন পরপর বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ওয়েবসাইট হ্যাক হয়, আবার সেটা উদ্ধারও করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে

উত্তরণের পথ কী?

মূল জায়গাটা হল, আমরা অনেক ধরনের সেবা নতুন করে যোগ করছি। কিন্তু আমরা চিন্তা করছি না, এর ফলে কী কী ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। সেগুলোকে আগে চিহ্নিত করা এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেই সেই সেবাটি শুরু করা উচিত এখানে প্রতিরোধের ব্যবস্থাটি হতে হবে, যে ধরনের ডেটা সেখানে থাকছে তার গুরুত্ব বিবেচনায়। সেগুলোর আর্থিক গুরুত্ব কত? সামাজিক বা রাজনৈতিক গুরুত্ব কত? সেই মাত্রায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। নানা কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু যেভাবে যতটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার সেটা করা হচ্ছে না। এই জায়গায় আমাদের পরিকল্পনাগত ত্রুটি প্রথমেই থেকে যাচ্ছে। এটা ঠিক না হলে কখনই এর থেকে বের হওয়া যাবে না। অনেকবারই আমরা বিপদে পড়েছি, কিন্তু সেই জায়গা থেকে বের হয়ে সঠিকভাবে পরিচালনার জায়গায় পৌঁছতে পারছি না।

এটা তো বলাই বাহুল্য। গত তিন বছরের চিত্র যদি আমি দেখি, যতগুলো দুর্ঘটনা ঘটেছে, যত ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে তাতে আসলে প্রতিটি সেক্টরেই অনেক অনেক নিরাপত্তাজনিত দুর্বলতা রয়ে গেছে। কাজেই এই সিকিউরিটির জায়গাটাতে যতটা গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত তার জন্য যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ, তার জন্যে দক্ষ জনশক্তির ব্যবস্থা করা, যারা এটা নিরাপত্তাবিধান করবেন এর প্রতিটি জায়গায় একটা গ্যাপ রয়ে গেছে। আমরা সবাই ভাবছি, আমার কিছু হবে না, আমি নিরাপদ থাকব। এই অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস থেকে হয়ত আমরা এই কাজ করে যাচ্ছি দিনের পর দিন।

যাদের তথ্য উন্মুক্ত হয়েছে তারা কী ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন?

এনআইডির যে তথ্য উন্মুক্ত হয়েছে, সেখানে প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য রয়েছে। এই তথ্য হয়ত অনেকের কাছে পৌঁছে গেছে। এখানে যে সমস্যা হতে পারে, ব্যক্তিগত এই তথ্য ব্যবহার করে বিভিন্ন মানুষকে প্রতারণার শিকার করা যেতে পারে। একজন আরেকজনের পরিচয় ব্যবহার করে তার কোনো তথ্য বেহাত করতে পারেন। তার সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্ট হোক, ব্যাংকিং একাউন্ট হোক, মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট হোক বা অন্য কোন ডিজিটাল সেবার ক্ষেত্রে কেউ তার নাম ব্যবহার করে প্রতারণা করতে পারেন। এমন হতে পারে কারও নাম ব্যবহার করে কেউ ঋণ নিয়ে ফেলতে পারে। এই জাতীয় ঘটনাগুলো ঘটতে পারে।এই ধরনের প্রতারণার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে আমি বলব। এখন যেটা করা যেতে পারে কারও নামে কোন তথ্য আসলে সেটা তিনি নিজে করেছেন কিনা সেটা গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। একটা উদাহরণ দেই, অনেক সময় আমাদের কাছে মেইল আসে আপনি ফেসবুকের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করেছেন কিনা? এটা যদি আপনি করে থাকেন তাহলে কিছু করার দরকার নেই, কিন্তু যদি আপনি না করে থাকেন তাহলে রিপোর্ট করুন। এমন কোন ঘটনা নজরে এলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। আরেকটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ। যারা ডিজিটাল সেবা দিচ্ছেন, সেটা আর্থিক হোক, সোশ্যাল মিডিয়া হোক, ইকমার্স হোক বা যে কোন সেবাই হোক, তাদের একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে, তারা তো এই তথ্যগুলোর উপর নির্ভর করে একজন মানুষকে শনাক্ত করেন। ফলে তাদের এই তথ্যগুলোর বাইরে অন্য কোন তথ্য দিয়ে ব্যবহারকারী চিহ্নিত করা সম্ভব কিনা? তা যদি না থাকে তাহলে শনাক্তকরণ সিস্টেমে পরিবর্তন আনতে হবে।

সম্পাদকীয়

একতরফা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত কম্বোডিয়ার জনগণ

কম্বোডিয়ার জনগণ এই মাসে অনুষ্ঠেয় একটি নির্বাচনে ভোট দেবে। এই নির্বাচন, পশ্চিমা দেশগুলো, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এবং গণতন্ত্রপন্থী সক্রিয় কর্মীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে সমালোচিত। তবে, নম পেনের কর্তৃপক্ষ জোর দিয়ে বলছে যে, ২৩ জুলাইরে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে। নির্বাচনী প্রচারকালে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, সারাদেশে এক লাখের বেশি পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে যদিও ১০ বছর আগের নির্বাচনী প্রচারের তুলনায় এখনকার প্রচারের উত্তেজনা অনেক কম। তখন কম্বোডিয়ান ন্যাশনাল রেসকিউ পার্টি সামগ্রিক ভোটে জয়লাভের খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলো। কম্বোডিয়ান ন্যাশনাল রেসকিউ পার্টির সেই সাফল্য ছিলো ক্ষণস্থায়ী। সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ২০১৭ সালের শেষের

দিকে, কম্বোডিয়ান ন্যাশনাল রেসকিউ পার্টিকে আদালত বেআইনি ঘোষণা করে। পরের বছর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সিপিপি সর্বমোট ১২৫ আসনের সবকটি আসনে জয় লাভ করে এবং কম্বোডিয়া এক দলীয় শাসনের রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হয়। এর পর, ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ছয় বছর ধরে চলা দমন-পীড়ন কালে ১০০ জনেরও বেশি বিরোধী দলের সমর্থক আদালতে অভিযুক্ত হন। তাদের বিরুদ্ধে উসকানি প্রদানের অভিযোগ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ পর্যন্ত আনা হয়। সিএনআরপি প্রধান কেম সোখাসহ অনেককে কারাগারে পাঠানো হয়।কেম সোখা ২৭ বছর ধরে সাজা ভোগ করছেন।আর, অন্যরা বিদেশে পালিয়ে গেছেন। গত মে মাসে, ক্যান্ডেললাইট পার্টিকে এই বছরের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধা দেয়া হয়। এর আগে, জাতীয় নির্বাচন কমিটি, তাদের বিরুদ্ধে ভুল নির্বাচনী নিবন্ধনপত্র দাখিল করেছে বলে রায় দেয়। কম্বোডিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস-এর নির্বাহী পরিচালক চাক সোফেপ ২৯ জুন ভিওএ-কে বলেছেন, হুন সেন নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। আর, সমাজকে এর জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে। গত ফেব্রুয়ারিতে হুন সেনের নির্দেশে কম্বোডিয়ার শেষ স্বাধীন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা, ক্যান্ডেললাইট পার্টিকে অযোগ্য ঘোষণা করা, ভিন্নমতাবলম্বীদের কারাগারে পাঠানো এবং গণতন্ত্রের কণ্ঠস্বর রোধ করার বিষয়ে সমালোচনা মুখর ছিলো পশ্চিমা দেশগুলো। গত ২০১৮ সালে সামগ্রিক ভোটের মাত্র ৫.৮ শতাংশ ভোট পান ফানসিনপেক। আর, গত দুটি জাতীয় নির্বাচনে কোনো আসনেই জিততে পারেনি।তবে একদলীয় শাসক দলের একজন মুখপাত্র সম্প্রতি দাবি করেছেন, ফানসিনপেক উন্মুক্ত জাতীয় পরিষদের অন্তত অর্ধেক আসনে জিতবে বলে আশা করা হচ্ছে। সম্প্রতি আরো সাতটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে। তবে, বাকি দলগুলোর প্রত্যেকটি ২০১৮ সালের নির্বাচনে সামগ্রিক ভোটের ১ শতাংশের বেশি ভোট পায়নি। কম্বোডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর কোঅপারেশন অ্যান্ড পিস-এর বিশিষ্ট সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ব্র্যাডলি মুর্গ বলেছেন, এই নির্বাচন এখনো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, হুন সেন স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি অবসর নিতে চান এবং নির্বাচনের পর তার বড় ছেলে হুন মানেট-এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চান। ঠিক কবে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত হবেন, সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি হুন সেন যদিও, কিছু পশ্চিমা কূটনীতিক বলেছেন, সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে তিনি ক্ষমতা ছাড়তে পারেন। সেই ক্ষমতা হস্তান্তর মসৃণভাবে হবে কি না, এখন তাই দেখার বিষয়।

চন্দ্রযান৩ চাঁদে পৌঁছালে জানা যাবে কী কী

ভারতের চন্দ্রযান ৩এর চাঁদের দক্ষিণ মেরু অভিযানের এই জার্নিটা মোটেও সহজ কাজ নয়, ইসরো যদি সফল হয় মহাকাশ গবেষণার এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে- এমনটাই মত ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানীদের। দ্বিতীয় চন্দ্রযাত্রা পুরোপুরি সফল হয়নি। অরবিটার চাঁদের কক্ষে পৌঁছলেও ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে। ফলে চার বছর আগে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ইসরোর ঐতিহাসিক চন্দ্রযাত্রা ব্যাহতই হয়। এবারে আবারও নতুন চ্যালেঞ্জ। আগামী ২৩ অগস্ট চাঁদের দক্ষিণ পিঠেই নামবে চন্দ্রযান৩।

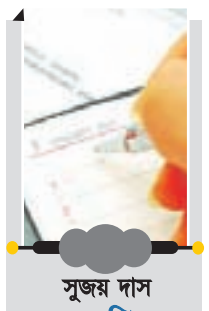

সুজয় দাস
প্রাবন্ধিক

চাঁদের আঁধার পিঠে কি বরফ আছে?
জ্যোতির্বিদরা বলছেন, চন্দ্রাভিলাষ অনেকটা স্বপ্নাভিলাষেরই মতো। যদি সফলতা পাওয়া যায়, তাহলে বিশ্বজয় হবে। লুনার সারফেস বা চাঁদের মাটিতে ল্যান্ডারের পালকের মতো নেমে আসাটা 'সফট ল্যান্ডিং' যথেষ্টই ঝক্কির ব্যাপার। সামান্য ভুল, কয়েক সেকেন্ডের অসতর্কতা, প্রায় হাজার কোটির এই প্রকল্পকে লহমায় তছনছ করে দিতে পারে।
মেরু বলতেই বরফ আর বরফ মানেই জল। কাজেই চাঁদের মেরুতে জলের খোঁজ চন্দ্রযানের একটা বড় লক্ষ্য। চাঁদে বরফ কোথায় রয়েছে, কী পরিমাণে রয়েছে, এই তথ্য যদি রোভার বার করতে পারে তাহলে আগামী দিনে চাঁদে স্টেশন বানানোর স্বপ্নটা মহাকাশবিজ্ঞানীদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে এসে যাবে। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই, চৌম্বকক্ষেত্র নেই, কাজেই চাঁদে যদি টেলিস্কোপ বসানো যায় তাহলে মহাকাশ গবেষণার অনেক কঠিন বিষয় সহজ হয়ে যাবে চাঁদে পাকাপাকি ভাবে থাকার কথা যে বিজ্ঞানীরা খুব একটা ভাবছেন, সেটা নয়। চাঁদে মানুষ পাঠানোও খুবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। তবে ইসরোর লক্ষ আগামী দিনে চাঁদে সাময়িক ভাবে বসবাস করে গবেষণা চালানোর। তার জন্য চন্দ্রপৃষ্ঠ বা লুনার সারফেস-এ যদি রেডিও টেলিস্কোপ বসানো যায়, তাহলে চাঁদের পিঠে সরাসরি আছড়ে পড়া মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। এই গবেষণা পৃথিবীর মাটিতে বসে করা খুবই কষ্টসাধ্য।
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে ঘিরে আছে আয়নোস্ফিয়ার। যেখানে চৌম্বক তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে। কী কারণে মহাকাশ থেকে ধেয়ে আসা খুব কম ফ্রিকোয়েন্সির বেতার তরঙ্গ এই আয়নমণ্ডল প্রতিফলিত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এটা আমরা পৃথিবীতে বসে দেখতে পাই না। এই বেতার তরঙ্গ নিয়ে গবেষণার কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।
সৌর বিকিরণ ও সূর্য থেকে ছিটকে আসা পদার্থ বা সোলার পার্টিকেলস চাঁদের উপর কী প্রভাব ফেলে সেটা জানা যাবে সহজেই। চন্দ্রপৃষ্ঠ বা লুনার সারফেস-এর স্তরগুলির উপর এই সৌর বিকিরণের জোরালো প্রভাব রয়েছে। যার গবেষণা বহুদিন ধরেই করছেন বিজ্ঞানীরা। ভারতের চন্দ্রাভিযান এই রহস্যের মোড়ক খুলতে পারে। এক্স রে স্পেকট্রোমিটার বসিয়ে সোলার এক্স রে রেডিয়েশনের তথ্য মিলতে পারে।

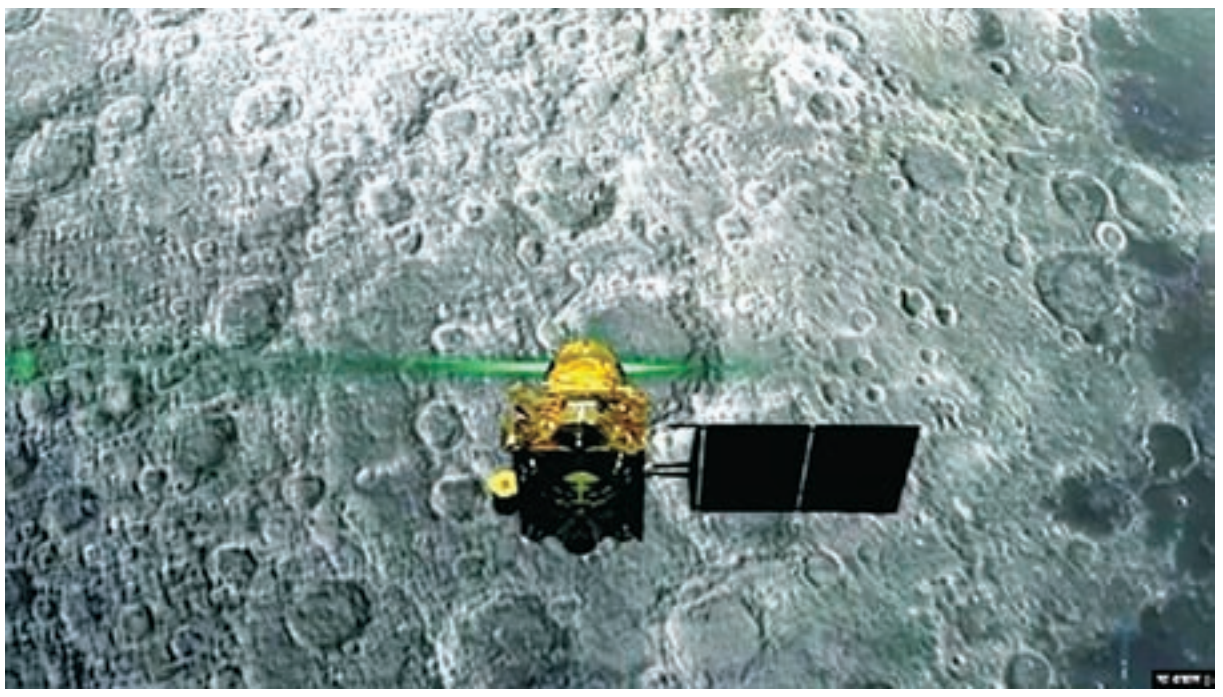

ইউক্রেনকে কেন একাই লড়তে হবে?

রাফায়েল বেহুর

রাশিয়ার আগ্রাসনের হাত থেকে ইউক্রেনকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে ন্যাটোকে, আবার রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ যখন চলছে, তখন ইউক্রেন ন্যাটোতে যুক্ত হতে পারবে না। এ বছর লিথুয়ানিয়ার ভিলনিয়াসে সামরিক জোটটির বার্ষিক সম্মেলন এই প্রহেলিকার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। কিয়েভ ন্যাটোর কাছে সম্মিলিত নিরাপত্তার প্রত্যাশা করেছে। ন্যাটোর মূলনীতি হলো, কোনো একটা সদস্যদেশ আক্রান্ত হলে সেটা সব কটি দেশের ওপর আগ্রাসন হিসেবে বিবেচনা করা হবে। ভ্লাদিমির পুতিনের সেনারা এরই মধ্যে ইউক্রেনের মাটি রক্তে রঞ্জিত করেছে। রাশিয়ার এই সীমা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে ন্যাটো, কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি সামরিক সংঘাতে জড়ায়নি জোটটি। এর একটা কারণ হলো, সাবেক শীতল যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শিবির সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের শঙ্কা রয়েছে।
প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কির কাছে সবচেয়ে বড় প্রহেলিকার বিষয় হলো, আগ্রাসনকারীর হাত থেকে সম্মিলিত সুরক্ষা পেতে হলে তাদের অবশ্যই একা লড়তে হবে। ভিলনিয়াসে ন্যাটোর যে নেতারা জড়ো হয়েছিলেন, তাঁরা এ প্রচেষ্টার জন্য সর্বোচ্চ সমর্থন দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্যপদ দেওয়ার বিষয়টি 'অগ্রগতি হচ্ছে', এমন দায়সারাভাবে দেখতে চেয়েছেন।
ইউক্রেনকে ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চেয়ে সোচ্চার একজন। কিন্তু তিনিও ভাবতে পারছেন না ন্যাটোতে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কিয়েভের সামনে থেকে বাধা কবে দূর হবে। ইউক্রেনের ইউরোপীয় ইউনিয়নে যুক্ত হওয়ার প্রশ্নেও একই ধরনের কূটনৈতিক নৃত্য দেখা গেছে। রুশ আগ্রাসন শুরু হওয়ার কয়েক দিনের মাথায় গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে জেলেনস্কি ইউরোপীয় ইউনিয়নে যুক্ত হওয়ার আবেদন করেন।
ন্যাটোর দিক থেকে তাদের ইউরোপীয় প্রকল্পে একটি বীর জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে যে নৈতিক সমর্থন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা-এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান দেখা যাচ্ছে। অর্থনৈতিক আন্তর্নির্ভরতার ওপর নির্ভর করে মহাদেশীয় শান্তি-ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাকালের এই তত্ত্ব আওড়ানো খুব সহজ একটা ব্যাপার। কিন্তু ন্যাটোর যে জটিল ও কঠোর নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়া, তাতে একটা বড়, গরিব ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে জায়গা দেওয়া অনেক কঠিন একটা ব্যাপার।
ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক শিবিরে যুক্ত হওয়ার বাসনার কারণে ইউক্রেনকে শুধু গত ১৭ মাস নয়, তারও অনেক আগে থেকে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। অথচ তাদের প্রতি ইউরোপীয়দের সমর্থনের নমুনাটি কেমন তা বোঝা যাচ্ছে। ২০১৩-১৪ সালে মাইদান অভ্যুত্থানে ক্রেমলিনপন্থী প্রেসিডেন্ট ভিক্তর ইয়ানুকোভিচ ক্ষমতাচ্যুত হন। ঘটনাচক্রেই তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হতো, কিন্তু বেশ কিছু প্রতিবাদকারীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেটা করেননি। এ ঘটনার পর পুতিন ঠিক করেন যে ইউক্রেনের রাজনীতিতে প্রক্সি কারসাজি থেকে বেরিয়ে এসে
সরাসরি দেশটির ভূখণ্ড নিজেদের অধিকারে নিতে হবে। ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখল করার মধ্য দিয়ে সেটা শুরু করেন পুতিন।
ইউক্রেন ইউরোপের একমাত্র দেশ, যাদের জনগণকে বুকে বুলেট আলিঙ্গন করতে হয়েছে এই কারণে যে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীল ও হলুদ পতাকার ছায়াতলে আসার সাহস দেখিয়েছেন। এই বিষয়ই ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেন কিয়েভের প্রতি 'বিশেষ দায়িত্ব' শিরোনামের ভাষণে পরিষ্কার করেছেন। কিন্তু ন্যাটোর দিক থেকে তাদের ইউরোপীয় প্রকল্পে একটি বীর জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে যে নৈতিক সমর্থন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা-এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান দেখা যাচ্ছে। অর্থনৈতিক আন্তর্নির্ভরতার ওপর নির্ভর করে মহাদেশীয় শান্তি-ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাকালের এই তত্ত্ব আওড়ানো খুব সহজ একটা ব্যাপার। কিন্তু ন্যাটোর যে জটিল ও কঠোর নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়া, তাতে একটা বড়, গরিব ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে জায়গা দেওয়া অনেক কঠিন একটা ব্যাপার।
জেলেনস্কি তাঁর দেশ ইউক্রেনকে স্বাধীন ও সার্বভৌম অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রথমে আবেদন করেছেন ন্যাটোতে। রাশিয়ার জবরদস্তির বলয় থেকে বেরিয়ে একটা স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ গণতন্ত্র হিসেবে টেকসই হতে গেলে ন্যাটোর সদস্যপদ দীর্ঘ মেয়াদে তাদের সহায়তা করবে।

সাময়িকী

'দুর্বল ও অপমানিত' পুতিন ছাড়া সি চিন পিংয়ের গতিও নেই

ক্রেমলিনে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে গত ২৯ জুন বৈঠক করার পর ভাগনার গ্রুপের নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোশিন সম্ভবত তাঁর করণীয় দায়িত্ব পালন করা শুরু করেছেন। তবে পুতিন ও প্রিগোশিনের মধ্যে মিলমিশ হয়েছে বলে ক্রেমলিনের দিক থেকে ধারণা দেওয়া হলেও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের মাথা থেকে সহসাই এই ধারণা উবে যাচ্ছে না যে, প্রিগোশিনের গত মাসের বিদ্রোহ রাশিয়ার নেতৃত্বকে চোখে পড়ার মতো দুর্বল করেছে। ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ এবং লড়াইয়ে রাশিয়ার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি পুতিনের সঙ্গে সি চিন পিংয়ের 'সীমানাহীন' অংশীদারিকে এখন চীনের ঘাড়ে সামরিক দায়বদ্ধতার বোঝায় পরিণত করেছে।

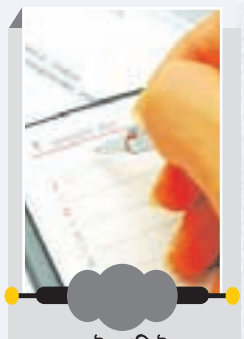

কেন্ট হ্যারিংটন
কলামিস্ট

চীন জোর দিয়েই বলছে, ভাগনার গ্রুপের অভ্যুত্থানচেষ্টা ক্রেমলিন-বেইজিং সহযোগিতাকে হুমকিতে ফেলেনি। প্রিগোশিন তাঁর মস্কো অভিযান থামানোর কয়েক ঘণ্টা পরই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ভাগনার বিদ্রোহের ঘটনাকে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ঘটনা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। চীনের অভ্যন্তরে প্রিগোশিনের বিদ্রোহের খবরাখবরও বিরল ছিল কারণ পুতিনকে নামিয়ে দেওয়া হতে পারে এমন যে কোনো খবরকে নজরদারি কর্তৃপক্ষ সতর্কভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিল। চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম রাশিয়ার প্রতি চীন সরকারের সমর্থনের কথা আবারও জোর দিয়ে বলে যাচ্ছে। তারা ভাগনার বিদ্রোহের ঘটনায় পশ্চিমা প্রতিক্রিয়াকে অতিরঞ্জিত হিসেবে দেখিয়েছে। একইসঙ্গে পুতিনের অবস্থানকে তারা সুরক্ষিত ও নিরাপদ বলে ঘোষণা করেছে। বোঝা যাচ্ছে, সি চিন পিং তাঁর নিজের মুখরক্ষা করে চলবেন এবং চীনের সঙ্গে রাশিয়ার ও তাঁর সঙ্গে পুতিনের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বকে অটুট হিসেবে দেখাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। গত এক দশকে এই দুই নেতা প্রায় চল্লিশবার দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন এবং বিশ্বরাজনীতির বিষয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁদের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে আসছেন।
সি চিন পিং পুতিনের সঙ্গে তাঁর 'সীমানাহীন' অংশীদারির ঘোষণা দেওয়ার দিন কয়েক পরই পুতিন ইউক্রেনে অভিযান চালিয়েছিলেন। গত মার্চে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) পুতিনকে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার তিন দিনের মাথায় বেইজিং পুতিনের সঙ্গে করমর্দনরত সি চিন পিংয়ের ছবি প্রকাশ করে দুই দেশের সম্পর্ক অটুট আছে বলে বার্তা দিয়েছে। চীন যে বহুমেরুর বিশ্বের স্বপ্ন দেখে সেখানে তার পথে সবচেয়ে বড় বাধা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমা মিত্ররা। আর এই মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমকে বাধাদানের চাবিকাঠি হলো রাশিয়া। গত মার্চে সি এবং পুতিন 'বিশদ কৌশলগত অংশীদারির' যে ঘোষণা দিয়েছেন, তাতে 'ডি-ডলারাইজেশন' বা ডলারের ব্যবহার এড়িয়ে বিনিময় ব্যবস্থা চালুতে পারস্পরিক সহযোগিতা করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। পাশাপাশি ইরান, সিরিয়া ও আফ্রিকা বিষয়ে দুই দেশের সমান্তরাল নীতি অনুসরণের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পরিণতির কথা জানা সত্ত্বেও সি বলেছিলেন, চীন ও রাশিয়ার পরস্পর নির্ভরশীল কৌশল 'কোনো ঘটনার কারণে বদলাবে না... এই যুদ্ধে আন্তর্জাতিক দৃশ্যপট কতটা অদল-বদল হবে তা ধর্তব্যে পড়বে না।' সি তাঁর নিজের দেশের ভেতরে স্থিতিশীলতা ধরে রাখার বিষয়েও সম্পূর্ণ সজাগ আছেন। সর্বোপরি প্রবল মাথা ব্যথার কারণ হয়ে ওঠা চীনা অর্থনীতির স্বার্থেই রাশিয়ার সঙ্গে চীনের সম্পর্ক জোরালো করা দরকার।
ক্ষতির মুখে পড়া শিল্পোৎপাদন, দুর্বল ভোক্তা-চাহিদা এবং রপ্তানি কমে যাওয়া চীনের কোভিড-োত্তর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে বাধাগ্রস্ত করছে। যদিও চীনের মোট বাণিজ্যের মাত্র ৩ শতাংশ রাশিয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে তথাপি দেশ দুটির দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য আগের তুলনায় ২০২২ সালে ৩০ শতাংশ বেড়েছে এবং গত মে মাসে সেই বৃদ্ধির হার ৪১ শতাংশে উঠেছে। চীন ব্যাপক মূল্যছাড়ে রাশিয়া থেকে তেল ও গ্যাস কিনছে। অন্যদিকে চীনের রপ্তানিপণ্য যুদ্ধে টিকে থাকা ও অর্থনীতিকে জাগিয়ে রাখার ক্ষেত্রে রাশিয়াকে বড় ধরনের সহায়তা করছে। উপরন্তু সি চীন-রাশিয়া সামরিক সহযোগিতায় গভীর মনোযোগী হয়েছেন। ২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করার এবং পূর্ব ইউক্রেনে ঢুকে পড়ার পর সি চিন পিংয়ের উদ্যোগে দুই দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক অধিকতর জোরদার করা হয়, যদিও এর জের ধরে বেইজিংকে অনেকগুলো নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হয়েছে। যদিও ২০২০ সাল থেকে চীন ও রাশিয়ার প্রতিরক্ষা সহযোগিতা স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে, তবে চীন এখনো রাশিয়ার উন্নত অস্ত্র ব্যবহার করে, রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক কৌশল ও জ্ঞান আদান প্রদান করে, যৌথ মহড়া চালিয়ে এবং উচ্চ প্রযুক্তির বিমান, নৌ ও আগাম সতর্কতা ব্যবস্থার সুবিধা নিয়ে উপকৃত হচ্ছে।

জানা অজানা

স্কুলে মোট ৫০ জন ছেলে মেয়ে বাংলা শিখছে

পটকা ঃ পটকার মাতাজী আশ্রমে,বড় ভূমরিতে, কালিকাপুরে ও খয়েরপালে বাংলা শেখানোর কাজ চলছে।এ ছাড়াও কোয়ালি সরস্বতী শিশু মন্দিরে,মাটিগাড়া মধ্য বিদ্যালয়ে ও বাংলা শেখানোর কাজ শুরু হয়েছে।আজ তারিখ ১৬ ই জুলাই বেলা১০ টায় বড় ভূমরি তে কমল কান্তি ঘোষ মহাশয়ের সাথে বাংলা স্কুল পরিদর্শন করলাম।আমরা বাংলা ক্লাস নিলাম,গল্প করলাম ও গান করলাম ছেলে মেয়েদের সাথে।স্কুলে মোট ৫০ জন ছেলে মেয়ে বাংলা শিখছে।বাংলা শিখাচ্ছে রিতা মণ্ডল ও রিনা মণ্ডল।ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেখে খুশি হলাম।ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরাও বাংলা শিখছে।

পাঠকের চিঠি

বৃক্ষ রোপনে আমরা আজও কতটা সচেতন নাগরিক হতে পেরেছি

ধীরে ধীরে নাগরিক সভ্যতার অগ্রাসনে এই পৃথিবীতে দূষণের মাত্রা যেন ক্রমশঃ বাড়ছে। নাগরিক সভ্যতার অক্টোপাস যেন ধীরে ধীরে মানবসভ্যতার ধ্বংসের দিকে এগিয়ে আসছে। তাই পরিবেশের প্রতি আমাদের সকলের দায়বদ্ধতা ক্রমশই বাড়ছে। প্রতি বছর ৫ই জুন ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে বা বিশ্ব পরিবেশ দিবস অনেক গুরুত্ব সহকারে পালিত হয় সারা বিশ্বেই। বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের ইতিহাসটা শুরু হয়েছিল জাতিসঙ্ঘ থেকে । জাতিসংঘ ১৯৭২ সালের অধিবেশনে সর্বপ্রথম বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের উদ্যোগ নেয়। তবে প্রথম পরিবেশ দিবস উদযাপিত হয় দুবছর পর ১৯৭৪ সালে। অর্থ্যাৎ পরিবেশ নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা শুরু হয় কয়েক যুগ আগেই। তখন থেকেই এটি পরিবেশ নিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আয়োজন হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে পৃথিবীর ১০০টিরও বেশি দেশ যথাযথ উপায়ে এই দিনটি পালন করে। প্রতি বছর ৫ই জুন পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই দিনটি পালন করা হয়। ৫ই জুন ক্যালেন্ডারের নিরিখে বিশ্বপরিবেশ দিবস। পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য আমরা শিক্ষিত বাঙালীরা অল্পবিস্তর জানি কিন্তু পরিবেশের প্রতি আমাদের সকলের দায়বদ্ধতা কতটুকু তা আমরা হয়তো ভুলেই গেছি। অনেক সময় নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ থেকে আমরা সরে আসি। আজ যেভাবে পরিবেশ নিরন্তর দূষিত হচ্ছে তাতে আগামী প্রজন্মে মানুষের গড়আয়ু কমে আসছে। বিভিন্ন কঠিন বা মারণব্যধির সম্মুখীন হতে হয়েছে তার জন্যে দূষিত পরিবেশ যে অনেকাংশে দায়ী সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। আজ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষআবাদ, শিল্পস্থাপন,যথেচ্ছহারে গাছ কাটা,যানবাহনের ধোঁয়াকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রন না করার ফলে বাতাসে বিষাক্ত গাস ছড়িয়ে পড়ছে তার ভুক্তভোগী আজ আমরা সকলেই। যেভাবে গাছ কেটে মানব সভ্যতার ইমারত তৈরী হয়েছে সেখানে নতুন করে গাছ লাগানোর ইচ্ছে অনেকেরই থাকেনা। তাই পরিবেশকে বাঁচাতে সকলের হাত যেন মুষ্টিবদ্ধ হয়। এ দায় আজ শুধু সরকারের না ,এ দায় আমাদের সকলের। তাই পরিবেশকে বাঁচাতে হবে নিজেদের স্বার্থেই। আমাদের সকলকেই একসাথে অঙ্গীকার বদ্ধ হতে হে ।বাঁচলে পরিবেশ, বাঁচবো আমরা..। একটি গাছ ,একটি প্রাণ এই শ্লোগানকে আমাদের সার্থক করে তুলতে হবে।

শংকর সাহা দক্ষিণ দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রাজ্যের প্রতিটি মন্ডলে টিফিন বৈঠক আয়োজনের প্রস্তুতি অসম বিজেপির

১৬ জুলাই থেকে রাজ্যের ৩৯৯ টি মন্ডলে এই বৈঠক আয়োজন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের রাজনৈতিক দল গুলো ব্যাপকভাবে প্রস্তুতি শুরু করেছে। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে মিত্রজোট গঠন গঠন করে কংগ্রেস নিজেদের তৈরি করার পাশাপাশি এআইইউডিএফ আলাদা ভাবে নিজস্ব তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। একই সঙ্গে শাসক দল বিজেপি এক্ষেত্রে সরব হয়ে ওঠা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের নয় বছর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দলের মহা জনসম্পর্ক অভিযানে অংশ হিসেবে এবার গেরুয়া দলটি রাজ্যের প্রতিটি মন্ডলে টিফিন বৈঠক আযোজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রাজ্য বিজেপির সংবাদ বিভাগের আব্বায়ক দেবান ধ্রুবজ্যোতি মরল জানান কেন্দ্রীয় সরকারের নয় বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা রাজ্য জুড়ে নানা কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মূলত মহা জনসম্পর্ক অভিযানের অংশ হিসেবে সারা দেশের সঙ্গে রাজ্য বিজেপির ৩৯ টি সাংগঠনিক জেলার ৩৯৯ টি মন্ডলে আগামী ১৬ জুলাই থেকে টিফিন বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা, দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সংসদ দিলীপ শইকিয়া, রাজ্য সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্র নাথ শর্মা সহ অসম সরকারের প্রতিজন মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, রাজ্য বিজেপির উপসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক, আটটি মোর্চার সভাপতি, পদাধিকারী, প্রত্যেক জেলার সভাপতি, মুখপাত্র, বিভিন্ন কোষের আহ্বায়, কার্যনির্বাহক সদস্য তথা দলের নেতারা নিজের নিজের কেন্দ্র অথবা মন্ডলে উপস্থিত থাকবেন বলে জানান তিনি। দলের সংবাদ বিভাগের আব্বায়ক দেবান ধ্রুবজ্যোতি মরল বলেন রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনেও টিফিন বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অনুষ্ঠেয় এই বৈঠকে দলের বুথ স্তর থেকে রাজ্যস্তরের প্রত্যেক কার্যকর্তা উপস্থিত থাকা থাকার পাশাপাশি সক্রিয় ভাবে টিফিন বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। প্রসঙ্গত বিজেপির টিফিন বৈঠক অর্থাৎ দলের প্রতি জন কার্যকর্তা নিজের নিজের বাড়ি থেকে রান্না করা খাদ্য নিজের জন্য এবং একজন বন্ধুর জন্য সঙ্গে এনে সেই বৈঠকে এসে সেটা অন্যকে দেওয়ার পাশাপাশি নিজেও গ্রহণ করবেন। দীর্ঘদিন ধরে দলে এই ধরনের টিফিন বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বেশ কয়েকবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র জালুকবাড়িতে এই ধরনের টিফিন বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন।

রাজ্যের ১২৬ টি বিধানসভা কেন্দ্রের ২৫২ টি স্থানে গ্রীষ্মকালীন কর্মশালা শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য মন্ত্রী বিমল বরার

সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ গ্রীষ্ম বন্ধের এই সময়ে ছাত্রছাত্রীদের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর প্রতি আগ্রহী করে তুলতে তথা তাদের পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট সাধনের লক্ষ্যে অসম সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগে সারা রাজ্য জুড়ে গ্রীষ্মকালীন কর্মশালা শুরু করা হয়েছে। রাজ্যের ১২৬ টি বিধানসভা কেন্দ্রের ২৫২ টি স্থানে এই গ্রীষ্মকালীন কর্মশালা শুরু হয়েছে বলে জানালেন মন্ত্রী বিমল বরা। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত মিনিস্টার কলোনির নিজের বাসভবনে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের মন্ত্রী বিমল বরা বলেন সারা রাজ্য জুড়ে শুরু হওয়া গ্রীষ্মকালীন কর্মশালায় ছাত্রছাত্রীদের নাটক, আবৃত্তি, সত্রিয়া নৃত্যের পাশাপাশি পরম্পরাগত লোক নৃত্যের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ১৫ জুলাই থেকে ১০ দিনের জন্য অনুষ্ঠেয় এই কর্মশালার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষক নিযোজিত করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলা প্রশাসনের সহযোগে প্রতিটি জেলার অভিভাবক মন্ত্রীদের পরামর্শ মতে গঠিত একটি করে সমিতি এই কর্মশালা পরিচালনা করবে বলে জানান তিনি। সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের মন্ত্রী বিমল বরা বলেন কর্মশালার পর ছাত্রছাত্রীদের একটি করে প্রমাণপত্র প্রদান করা হবে। তিনি বলেন এই দিন থেকে শুরু হওয়া রাজ্যের ১২৬ স টি বিধানসভা কেন্দ্রের ২৫২ টি স্থানে আযোজিত গ্রীষ্মকালীন কর্মশালায় যথেষ্ট উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছে। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের যাতে কোন ধরনের অসুবিধা না হয় সেক্ষেত্রে যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের বিশেষ সচিব অশোক বর্মন এবং সাংস্কৃতিক সঞ্চালকলায়ের সঞ্চালিকা মীনাক্ষী দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্য অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে তিনটি পরামর্শ অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার

অসম প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া বিভাগ নতুন করে গঠন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপি সাম্প্রদায়িক মেরু বিভাজনের রাজনীতিকে মূল ইস্যু হিসেবে নিতে চাইছে বলে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেছিলেন যতই লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসছে ততই মুখ্যমন্ত্রী এবং এআইইউডিএফ সুপ্রিমো মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল সম্মিলিতভাবে অসমে সাম্প্রদায়িক মেরু বিভাজনের রাজনীতি তুঙ্গে তোলার জন্য উঠে পড়ে লাগার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। এবার মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে তিনটি পরামর্শ দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা বলেন অসমের ধর্মভীরু মুখ্যমন্ত্রীকে মা কামাখ্যা এবং বটদ্রবা থানের শপথ নিয়ে বলতে হবে যে তিনি মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আপোষ করবেন না। কোথাও যদি কেউ কোনো সিন্ডিকেট চালাচ্ছে তাহলে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনি কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য একটি ফোন নাম্বার দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন সেই ফোন নাম্বারে অভিযোগ জানানো ব্যক্তির সম্পূর্ণ তথ্য গোপনীয় ভাবে রাখার পাশাপাশি প্রযোজন সাপেক্ষে তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব নেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করা উচিত। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীকে পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন ভূপেন বরা।

তিনি গুরুত্বের অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন সংবাদ মাধ্যমের একাংশকে এ সরকার বুলেটপ্রুফ জেকেট হিসেবে নিয়েছে অর্থাৎ ব্যবহার করছে। এর কুফল ভোগ করছেন সাধারণ জনতা। ফলে যেই একাংশ সংবাদ মাধ্যমেকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিয়ন্ত্রণ করছেন তাদের ৩০ দিনের জন্য মুক্ত করে দেওয়ার আহবান জানিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন ৩০ দিনের জন্য মুক্তি হলে এই একাংশ সংবাদ মাধ্যম ঐক্যবদ্ধভাবে তথা ধারাবাহিক ভাবে অসম থেকে সিন্ডিকেট উৎখাত করার জন্য সংগ্রাম চালাতে পারবে। তাছাড়া এই বিজেপি সরকার বেকার সমস্যা, বন্যা ভাঙ্গনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত আমজনতাকে সাহায্য করা উচিত। একই সঙ্গে ঋণগ্রস্ত অসমকে ঋণ মুক্ত করে স্বাবলম্বী ভাবে গড়ে তুলার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বিজেপি সরকারকে প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা রাজ্যের বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীকে নির্বাচন পার হওয়ার জন্য দেওয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি পালনেও এই সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করার ক্ষেত্রে সরকারের মননিবেশ করা উচিত বলে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি। সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী প্রথম পরামর্শ কার্যকরী করলে তিনি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরামর্শ জনসমক্ষে অবগত করিয়ে দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা।

অন্যদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া বিভাগ নতুন ভাবে গঠন করা হয়েছে। মূলত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ মনজিৎ মহন্তের অকাল বিযোগের পর উক্ত বিভাগটি নতুনভাবে গঠন করা হয়েছে। সেই অনুসারে বিভাগের অধ্যক্ষ তথা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক ভরতচন্দ্র নরহ। তাছাড়া সহ অধ্যক্ষ হিসাবে মেহেদী আলম বরাকে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস দলে সম্প্রতি যোগদান করা বিশিষ্ট সাংবাদিক বেদব্রত বরাকে মিডিয়া বিভাগের উপাধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তাছাড়া সাধারণ সম্পাদক হিসাবে গোপাল শর্মা এবং নেত্ররঞ্জন চৌধুরী, সম্পাদক হিসেবে মুস্তাক গোলাম ওসমানী এবং মোনালিসা বড়ুয়াকে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। ২৮ জন জ্যৈষ্ঠ মুখপাত্র এবং ২৩ জন মুখপাত্রকেও এই বিভাগে নিযুক্তি দেওয়া হয়। তাছাড়া অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির রাজনৈতিক পরিক্রমা বিভাগের প্রত্যেক সদস্যকে এই বিভাগের জৈষ্ঠ মুখপাত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে জানালেন সংবাদমাধ্যম বিভাগের সাধারণ সম্পাদক গোপাল শর্মা।

সবজির কালোবাজারি চালাচ্ছে বলে অভিযোগ, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকে নিয়ে বৈঠক করলো মালদা জেলা প্রশাসন

মালদা ঃ একদিকে শুরু হয়েছে বর্ষার মরশুম, অন্যদিকে চলছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যস্ততা । আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একশ্রেণীর ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন ধরনের সবজির কালোবাজারি চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আর সেই কালোবাজারি ঠেকাতেই বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকে নিয়ে বৈঠক করলো মালদা জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার এই বৈঠকে উপস্থিত হন অতিরিক্ত জেলাশাসক শম্পা হাজরা সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। মালদা মার্চেঃট চেম্বার অব কমার্স , এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশন, মালদা ম্যাংগো মার্চেঃট অ্যাসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন সংগঠনের ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের এই বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিতেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবজির কালোবাজারি ঠেকাতে এবং দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতেই একটি ট্রান্সফোর্স গঠন করা হয়। এদিন মালদার সবচেয়ে বড় সবজি বাজার ইংরেজবাজার নিয়ন্ত্রিত বাজারে সবজি, ফল ব্যবসায়ীরাও প্রশাসনের এই বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, যেকোনো ধরনের সবজির কালোবাজারি এবং মূল্যবৃদ্ধি রুখতে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্সের সদস্যরা নিয়ম করে মালদার বিভিন্ন বাজারগুলিতে নজরদারি চালাবে। কোথাও কোনো রকম অনিয়ম দেখলে সে ক্ষেত্রে ক্রেতাদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আইনগত ব্যবস্থা নেবে টাস্কফোর্সের কর্তারা। মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশনের মালদা জেলার সম্পাদক উজ্জ্বল সাহা বলেন, প্রশাসন খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। কারণ, অকারণে সবজির আচমকায় মূল্যবৃদ্ধি হলে সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়বে। এব্যাপারেও বিভিন্ন সংগঠন থেকে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল, যাতে নিত্য প্রযোজনীয় সবজিগুলির দাম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। বাজারে অযথাই সবজির আকাশছোঁয়া দামের বিরুদ্ধে নজরদারি চালাবে প্রশাসনের ওই টিম। এদিকে সাধারণ ক্রেতাদের বক্তব্য , কাঁচা লঙ্কা থেকে টমেটো , পটল থেকে বেগুন, ফুলকপি সমস্ত সবজিরি দাম আকাশছোঁয়া। ২০০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা। এরকম সাধারন সবজি বেচাকেনার ক্ষেত্রে আকাশছোঁয়া দাম হলে সাধারণ কেতারা সমস্যায় পড়ছেন। তবে এদিন প্রশাসন টাক্সফোর্স গঠন করে ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবজির কালোবাজারি ঠেকানো এবং দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার বিরুদ্ধে প্রযোজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে প্রশাসনকে সমস্ত রকম ভাবে সহযোগিতা করা হবে।

বহুবিবাহ প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বিজেপির মন্ত্রী নেতার বক্তব্য সত্যের আঁধারে প্রতিষ্ঠিত নয় বলে অভিযোগ এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলামের

অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির তুলনায় মুসলমান ব্যক্তিদের মধ্যে বহুবিবাহের সংখ্যা কম

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং বহুবিবাহ সংক্রান্তে ফের একবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে এআইইউডিএফ। দলটির বিধায়ক তথা অধিবক্তা আমিনুল ইসলাম বলেন বহুবিবাহ প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বিজেপির মন্ত্রী নেতার বক্তব্য সত্যের আঁধারে প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির তুলনায় মুসলমান ব্যক্তিদের মধ্যে বহুবিবাহের সংখ্যা কম। ফলে বহুবিবাহ সম্পর্কে পুনরায় ধর্মের ভিত্তিতে সারাদেশ জুড়ে এক সমীক্ষা চালানোর জন্য সরকারের কাছে দাবি উত্থাপন করেছেন তিনি।

আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি অর্থাৎ ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে সারা দেশ জুড়ে নানা আলোচনা সমালোচনা তর্ক বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। তবে এরমধ্যে অসমে এই সংক্রান্তে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সমানভাবে সক্রিয় হয়ে রয়েছেন বদরুদ্দিন আজমল। ইতিমধ্যে এই বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিরব থাকার জন্য মুসলমান সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে পরবর্তীকালে সারা দেশ জুড়ে যেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে সেটার মাধ্যমেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতা হারাবেন বলে আগাম ভবিষ্যত্বাণী করে রেখেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল। তবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং বহুবিবাহ বন্ধের ক্ষেত্রে ফের একবার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছিলেন অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রতিবাদ শুধুমাত্র এআইইউডিএফ এবং কংগ্রেসের নেতারা করছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পর এই বিষয় নিয়ে ফের একবার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে এআইইউডিএফ। দলটির বক্তব্য অনুযায়ী সম্প্রতি বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সারাদেশে প্রযোজ্য হওয়ার উদ্দেশ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি অর্থাৎ ইউনিফর্ম সিভিল কোড বলবধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই ইউসিসিকে বাহানা বানিয়ে একাংশ বিজপি মন্ত্রী নেতা সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করা শুরু করেছেন। বিশেষ করে বহু বিবাহের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মুসলমানকে প্রত্যেককে লক্ষ্য করে নিয়ে শুধুমাত্র মুসলমান ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা বহুবিবাহ আবদ্ধ হন বলে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। এমনকি অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বহুবিবাহের নাম নিয়ে রাজ্যে বসবাস করা মুসলমান ব্যক্তিদের দায়ী করা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রুমি ফুকনের নেতৃত্বে একটি চারজনের বিশেষ কমিটির গঠন করে দিয়েছে।

এআইইউডিএফ এর সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক এবং মানকাছার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা অধিবক্তা আমিনুল ইসলাম এক্ষেত্রে বলেন বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত কথা অসমের মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপির নেতারা বলছেন সেটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে ৫ (এন এফ এইচ এস) ২০১৯-২১ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার ১.৪ শতাংশ ব্যক্তি বহুবিবাহে আবদ্ধ। বিভিন্ন ধর্ম অনুযায়ী এই সময়ে হওয়া বহুবিবাহের তথ্য মতে খ্রিস্টান ২.১ শতাংশ, মুসলমান ১.৯ শতাংশ, হিন্দু ৩.১ শতাংশ, অন্যদিকে তফসিলি উপজাতি ২.৪ শতাংশ, তফসিলি জাতি ১.০ শতাংশ, ওবিসি ১.৩ শতাংশ এবং ১.২ শতাংশ অন্যান্য শ্রেণিগুলো বহু বিবাহে জড়িত।

তাছাড়া ১৯ ৬১ সালের লোক গণনা অনুসারে ৫.৭ শতাংশ মুসলমান, ৫.৮ শতাংশ হিন্দু, ৬.৭ শতাংশ জৈন, ৭.৯ শতাংশ বৌদ্ধ এবং ১৫.২৫ শতাংশ আদিবাসী ব্যাক্তি বহু বিবাহিত ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। এআইইউডিএফ এর সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক এবং মানকাছার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা অধিবক্তা আমিনুল ইসলাম বলেন এই তথ্যের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে মুসলমান ব্যক্তিদের মধ্যে বহুবিবাহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের তুলনা কম। ফলে সরকার যেন বহুবিবাহের সংক্রান্তে পুনরায় ধর্মের ভিত্তিতে সারা দেশে একটি সমীক্ষা শুরু করে। এই দাবি উত্থাপন করে তিনি বলেন এর পরেই যাবতীয় বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

অসমে বিশেষ করে চর এলাকায় বসবাস করা সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের মধ্যে বহুবিবাহ দেখা যায় বলে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আসছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিধায়ক তথা অধিবক্তা আমিনুল ইসলাম বলেন ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও সংখ্যালঘু এলাকায় শিক্ষা স্বাস্থ্য যাতায়াতের উপর কোনো সরকার গুরুত্ব দেয়নি। তাছাড়া এই এলাকা গুলোকে আধুনিকীকরণ করার জন্য কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং অর্থ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। সেই সময় তিনি এই অঞ্চল গুলোর জন্যৎ কোন প্রকল্প গ্রহণ করেননি। ফলে প্রত্যেক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এই এলাকা গুলোতে সজাগতা তথা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকার যদি তৎপর হতো তাহলে এই পরিসংখ্যা অতি নগণ্য হতো বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন এআইইউডিএফ এর সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক এবং মানকাছার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা অধিবক্তা আমিনুল ইসলাম।

পাওনা টাকা নিয়ে বিবাদের জেরে এক যুবককে গলায় চাকু মেরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

মালদা ঃপাওনা টাকা নিয়ে বিবাদের জেরে এক যুবককে গলায় চাকু মেরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার মোথাবাড়ি থানার ছবি পাড়া এলাকায়। আক্রান্ত যুবকের নাম শহিদুল ইসলাম বয়স (২৭)বছর। বাড়ির মালদা জেলার মোথাবাড়ি থানার জোত মনসা এলাকায়। অভিযুক্ত আবু তালেব শেখের বিরুদ্ধে মোথাবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় বিগত কয়েক মাস আগে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিল অভিযুক্ত আবু তালেব শেখ শহিদুল এর কাছে বলে জানা যায়। সেই টাকা আজ দেওয়ার কথা ছিল আবু তালেব শেখের। টাকা দেওয়ার জন্য মোথাবাড়ি থানার ছবি পাড়ায় এলাকায় ডাকে শহিদুল ইসলামকে। এরপর শহিদুল ইসলাম টাকা গোনার সময় পিছন দিক থেকে শহিদুল কে চাকু মারে অভিযুক্ত আবু তালেব শেখ। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় বাঙ্গিটোলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেইখান থেকে অবস্থার অবনতি হলে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে আক্রান্ত যুবককে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের একই আসনের দুই নির্দল প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের সংঘর্ষে উত্তপ্ত এলাকা

মালদা ঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের একই আসনের দুই নির্দল প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের সংঘর্ষে উত্তপ্ত এলাকা। ঘটনায় আহত এক নির্দল প্রার্থী তার স্ত্রী এবং এক কর্মী। আক্রান্ত তিনজনই মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বুধবার রাত্রে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার ইংলিশ বাজার থানার শ্যামপুর কলোনি এলাকায়। বৃহস্পতিবার এই মর্মে ইংলিশ বাজার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় আক্রান্ত নির্দল প্রার্থীর পক্ষ থেকে। জানা গেছে আক্রান্তরা হল মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩২ নম্বর আসনের নির্দল প্রার্থী মোহাম্মদ সাহিম খান, তার স্ত্রী মর্জিনা বিবি এবং শেখ আব্দুল সালেক। অভিযোগ উঠেছে একই আসনের আরেক নির্দল প্রার্থী মাইনুল ইসলাম এবং তার কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। জানা যায় বুধবার রাত্রে আক্রান্ত নির্দল প্রার্থী মোহাম্মদ সাহিম খানের সমর্থনে প্রচার করছিল তার স্ত্রী এবং দলীয় কর্মী সমর্থকরা। অভিযোগ ঠিক সেই সময় মাইনুল ইসলাম এবং তার দলবল তাদের উপর হামলা করে। নির্দল প্রার্থীর স্ত্রী মর্জিনা বিবিকে মারধর করা হয়। তার পাশাপাশি শেখ আব্দুল সালেক নামে এক কর্মীকে চাকু মেরে খুন করার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেলে নির্দল প্রার্থী মোহাম্মদ সাহিম খানকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় আক্রান্ত তিনজনকেই রাত্রে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার ইংলিশ বাজার থানা একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এল্যাকার তৃণমূল প্রার্থীর ছবি করে সবাইকে চমকে দিলেন জলপাইগুড়ির এক ছাত্রী

জলপাইগুড়ি ঃ এক কিশোরী ছাত্রীর রং তুলিতে উঠে এলো মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। একই ছবিতে দেখা যাচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রার্থী ও বাবার ছবি। পঞ্চায়েত ভোটের প্রভাব যে গ্রামের নতুন প্রজন্মের মধ্যেও দাগ কাটছে তা এই ছবি থেকেই স্পষ্ট। জলপাইগুড়ির বারোপাটিয়া পাঁচিরাম নাহাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী তৃষা দের আঁকা ছবি দেখে বেশ খুশি তার শিক্ষক রাজু দাস। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হওয়া প্রণয়িতা দাসও ছবি আঁকতে খুব ভালোবাসেন। শিক্ষক রাজু দাসের কাছেই ছবি আঁকতেন তিনি। সেই ভাবনা থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রণয়িতা দিদির ছবি নিজের রং তুলিতে তুলে ধরেছে তৃষা। প্রার্থী প্রণয়িতার ছবি এঁকে তাঁর প্রতি নিজের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করে সে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেই তুলে আনা হয়েছে নতুন মুখ। তাদেরই একজন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপাটিয়া নতুনবস এলাকার প্রার্থী প্রনয়ীতা দাস। তাঁর বাবা কৃষ্ণ দাস এলাকার পরিচিত রাজনৈতিক নেতা। তৃষার আঁকার শিক্ষক রাজু দাস বলেন, রাজনীতির ময়দানে আসা নতুন প্রজন্মের প্রার্থী প্রনয়ীতার প্রভাব পড়েছে তাঁর অনেক ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে। নিজের সেই ভাবনাকেই রং তুলিতে তুলে ধরেছে খুদে শিল্পী তৃষা দে।

তিনি বলেন, প্রণয়িতা নিজেও একসময় তাঁর সঙ্গেকাছেই ড্রইং শিখতো। তাই খুদে শিল্পীদের সঙ্গে প্রণয়িতার খুব ভাব ছিল। তাই প্রণয়িতা এই এলাকায় জেলা পরিষদের প্রার্থী হওয়ার পর সমস্ত শিল্পীরাই খুব খুশি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ছবি এঁকে সেই খুশি রং তুলিতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে তৃষা। তৃষ্ণার এই ভালোবাসায় আপ্লুত প্রণয়িতা ও তার বাবা কৃষ্ণ দাস।

ফাঁসীদেওয়া ব্লকের একাধিক উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয় আয়োজিত হল ব্লক লেভেল ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

মালদাঃ ফাঁসীদেওয়া ব্লকের একাধিক উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে আয়োজিত হল ব্লক লেভেল ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ।

বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে আয়োজিত হল এই প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। জানা যায়, ফাঁসীদেওয়া ব্লকে সলিড ও লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের বিষয় নিয়ে এদিন আলোচনা হয়। সমস্ত কাজ কিভাবে হবে তা নিয়ে আলোচনা করেন সভাধিপতি।

ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৩

জলপাইগুড়ি ঃ ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ায় অভিযোগে শাহুডাঙ্গী নদী সংলগ্ন এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের পাঠানো হল জলপাইগুড়ি আদালতে। পুলিশ সূত্রে খবর, গতকাল রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শাহুডাঙ্গী নদী সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। সেখান থেকে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হল মানিক বর্মন, রনি ছেত্রী ও বিবেক মন্ডল। তিনজনকেই বৃহস্পতিবার দুপুরে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। তাদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

পানিঘাটা এলাকায় প্রচারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে বিজেপি বিধায়ক নীরাজ তামাং জিম্বা

দার্জিলিং ঃ মিরিকের পানিঘাটা এলাকায় জোটের প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে গিয়ে স্থানীয় এলাকাবাসীর বিক্ষোভের মুখে পড়লেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি বিধায়ক নিরাজ তামাং জিম্বা। এদিন এলাকাবাসীরা তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে মিরিকের পানিঘাটা এলাকায় জোটের প্রার্থীদের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে এলাকাবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নিরাজ তামাং জিম্বাকে। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি ওই এলাকায় প্রচারে যান জানা গিয়েছে সেই সময় এলাকার মানুষেরা বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে।

শাহিনের 'সেঞ্চুরি', অপেক্ষায় ধনাঞ্জয়া

কোলম্বো (ওয়েবডেস্ক) ঃ শুরুটা করেছিলেন শাহিন আফ্রিদি। এক বছর পর টেস্ট খেলতে নামা এই পাকিস্তানি পেসার দিনের তৃতীয় ওভারে নিশান মাদুশকাকে আউট করে পূর্ণ করেন উইকেটের সেঞ্চুরি। ওখানেই অবশ্য থামেননি। প্রথম সেশনে তুলে নেন আরও দুই উইকেট। তবে শাহিনের শুরুর ঝড় সামলে দিন শেষে সেঞ্চুরির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ধনাঞ্জয়া ডি সিলভাও। ৫০তম টেস্ট খেলতে নামা শ্রীলঙ্কার এই ব্যাটসম্যান দশম টেস্ট সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়ে অপরাজিত ৯৪ রানে।

তবে ধনাঞ্জয়া লড়াই চালিয়ে গেলেও গল টেস্টের প্রথম দিনে খুব একটা স্বস্তিতে নেই শ্রীলঙ্কা দলে। বৃষ্টি আর আলোকস্বল্পতার সারা দিনে খেলা হয়েছে ৬৫.৪ ওভার। এর মধ্যেই ২৪২ রান তুলতে ৬ উইকেট হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তানের পক্ষে ৬৩ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন শাহিন।

গত বছরের জুলাইয়ে গলে টেস্ট খেলতে নেমে চোট পেয়েছিলেন শাহিন। যে চোট তাঁকে এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে দেয়, পরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফিরলেও আবার চোটে পড়ে কয়েক মাসের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে পড়েন। ফেরার পর ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেললেও টেস্ট খেলতে নামলেন ঠিক এক বছর পর, একই প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা আর একই ভেন্যু গলে।

শততম উইকেটের অপেক্ষায় থাকা শাহিন আজ ম্যাচ শুরুর পর নিজের দ্বিতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলে মাদুশকাকে সরফরাজ আহমেদের ক্যাচ বানিয়ে ফেরান। কুশল মেন্ডিস আর দিমুথ করুনারত্নেরা কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও সফল হয়নি শাহিনের পেস তোপের কারণে। দুজনকেই তুলে নেন শাহিন। অপর প্রান্তে নাসিম শাহ দিনেশ চান্ডিমালের উইকেট তুলে নিলে শ্রীলঙ্কার স্কোর হয়ে যায় ৪ উইকেটে ৫৪ রান।

বিপর্যয়কর ওই পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কাকে ম্যাচে ফেরায় ধনাঞ্জয়া-অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস জুটি। দ্বিতীয় সেশনের প্রায় পুরোটা খেলে এ জুটি যোগ করে ১৩১ রান। আবরার আহমেদের বলে ম্যাথুসের সরফরাজের ক্যাচ হওয়ার মাধ্যমে জুটিটি ভাঙে চা বিরতির আগমুহূর্তে। ম্যাথিউস ১০৯ বলে ৯ চারে ৬৪ রান করেন।

এরপর সাদিরা সামারাবিক্রমাকে নিয়ে আরেকটি জুটি গড়ে তোলেন ধনাঞ্জয়া। তবে ভালো খেলতে থাকা সামারাবিক্রমা দিনের শেষ ওভারে আগা সালমানের বলে শর্ট লেগে ইমাম-উল-হকের দারুণ ক্যাচে পরিণত হন। ৫৭ রানের জুটিতে ৩৬ রান করেন সামারাবিক্রমা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর ঃ
শ্রীলঙ্কা ১ম ইনিংস ঃ৬৫.৪ ওভারে ২৪২৬ (ধনাঞ্জয়া ৯৪, ম্যাথুস ৬৪, করুনারত্নে ২৯ শাহিন ৩৬৩)।

ধর্ষণ মামলায় মেন্দির মুক্তি, ক্ষতিপূরণের খবর চাইলেন ভিনিসিয়ুস

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ অবশেষে সব মামলা থেকে মুক্তি মিলেছে ফরাসি ফুটবলার বেঞ্জামিন মেন্দির। ২৮ বছর বয়সী এই লেফট ব্যাককে গত জানুয়ারিতে ছয়টি ধর্ষণ ও একটি ধর্ষণচেষ্টা মামলা থেকে অব্যাহতি দেন চেস্টার ক্রাউন কোর্ট। গত শুক্রবার নির্দোষ রায় পেয়েছেন আরও দুটি ধর্ষণ ও ধর্ষণচেষ্টার মামলায়। মেন্দি এখন আদালত কর্তৃক নির্দোষ। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর ক্যারিয়ারের দুটি বছর হারিয়ে গেছে। ত্রিশের আগের যে বয়সটি প্রত্যেক ফুটবলারের জীবনের সেরা সময় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার ভিনিসিয়ুস জুনিয়র জানতে চেয়েছেন, মামলার কারণে মেন্দির জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া দুই বছরের ক্ষতিপূরণ কীভাবে দেওয়া হবে? একই প্রশ্ন করেছেন ডাচ ফুটবলার মেম্পিস দিপাইও। ২০২১ সালের আগস্টে প্রথম মেন্দির বিরুদ্ধে চারটি ধর্ষণ ও একটি যৌন নির্যাতনের অভিযোগ আনা হয়। চেশায়ার পুলিশ সিটির সাবেক এই লেফট ব্যাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে। এরপর ওই বছরের নভেম্বরে তাঁর বিরুদ্ধে আরও দুটি ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়। এরপর গত বছর আরেকজন তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ করেন। একের পর অভিযোগ গঠন ও তদন্ত চলমান অবস্থায় মেন্দিকে নিষিদ্ধ করে ম্যানচেস্টার সিটি। সব অভিযোগ থেকে মুক্তি মিললেও ফরাসি এই ফুটবলারের ক্যারিয়ার আগের ধারায় ফেরা অনিশ্চিত। ভিনিসিয়ুসও তাঁর টুইটে এই আক্ষেপই করেছেন, 'সবকিছুর জন্য দুঃখিত, তুমি যে সময়ের মধ্য দিয়ে গেছ, বেঞ্জামিন মেন্দি। তুমি ক্যারিয়ারের দুইটা বছর হারিয়েছ, সময়টা হয়তো কম। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক যে ক্ষতিটা হয়েছে, তার কী হবে? নিশ্চিতভাবেই তোমার জীবন আর আগের মতো থাকবে না। আমার প্রশ্ন মেন্দির ক্ষতিপূরণের জন্য ঠিক কী করা হবে?' ডাচ ফুটবলার দিপাই তাঁর টুইটের শুরুটা করেছেন এভাবে, 'বেঞ্জামিন মেন্দি, সব মামলা বাতিল। তো এখন আমরা কী করছি? এই ভাইয়ের ক্ষত কমানোর জন্য কে সাহায্য করবে? তাঁর যে সুনাম নষ্ট হলো এর দায় কে নেবে? সে কীভাবে তাঁর ক্যারিয়ার ফিরে পাবে? একজন পেশাদার ফুটবলার হতে অনেক বছরের বিনিয়োগ দরকার হয়, এখন কী হবে?'

পাকিস্তান বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে না গেলে সমর্থকদের প্রতি অবিচার হবে ঃ মিসবাহ

লন্ডন ঃ ভারত-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বৈরী অবস্থার শুরু হয়েছিল এশিয়া কাপ ঘিরে। এশিয়ান ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পাকিস্তানে যাওয়ার ব্যাপারে শুরু থেকেই 'না' বলে এসেছে ভারত। পাকিস্তানও ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার পাল্টা হুমকি দিয়ে রেখেছে।

শেষ পর্যন্ত ভারতের প্রস্তাব মেনে নিয়ে 'হাইব্রিড মডেলে' হতে চলেছে এশিয়া কাপ। পাকিস্তানের সঙ্গে টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে শ্রীলঙ্কা। ভারত ছাড়া প্রথম চার ম্যাচ পাকিস্তানে আর ভারতসহ টুর্নামেন্টের বাকি অংশ হওয়ার কথা শ্রীলঙ্কায়। ভারত এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তানে না যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও (পিসিবি) এখন চাচ্ছে, বিশ্বকাপে বাবর-রিজওয়ানদের ম্যাচগুলো যেন নিরপেক্ষ ভেন্যুতে রাখা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে আইসিসির বার্ষিক সভায় এ প্রস্তাব দেওয়ার কথা পিসিবির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জাকা আশরাফের।

দুই দেশের সরকার ও ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে যতই বৈরী অবস্থা থাক, মিসবাহ-উল-হকের চাওয়া বিশ্বকাপ খেলতে আফ্রিদি শাদাবদের ভারতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত।

মিসবাহর মতে, রাজনৈতিক কারণে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের খেলা দেখা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা ঠিক হবে না। করাচিতে এক অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের সাবেক কোচ ও অধিনায়ক বলেছেন, 'দুই দেশ অন্য খেলাগুলোকে মুখোমুখি হতে পারলে ক্রিকেটে কেন নয়? ক্রিকেটকে কেন রাজনীতির সঙ্গে জড়ানো হচ্ছে? সমর্থকেরা তাঁদের দলকে মুখোমুখি হতে দেখতে চান। খেলা দেখার সুযোগ থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা অন্যায় হবে। পাকিস্তান বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে না গেলে সমর্থকদের প্রতি বড় অবিচার করা হবে।'

মিসবাহ মনে করেন, ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপক্ষীয় সিরিজ নিয়মিত হওয়া উচিত, 'আমি ভারতে বহুবার খেলেছি। ভারতীয় সমর্থকে পরিপূর্ণ মাঠের চাপ আমরা উপভোগ করেছি। এটা অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ভারতের কন্ডিশনের সঙ্গেও আমরা সহজে মানিয়ে নিতে পারি। আমাদের দলেরও (বাবর-রিজওয়ানদের) সেখানে ভালো করার সামর্থ্য আছে।'

বাইরের ঘটনায় কান না দিয়ে উত্তরসূরিদের খেলায় মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মিসবাহ, 'ওদের বলয়ের বাইরে কী চলছে, তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়। ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপে ভালো করার চাবিকাঠি হলো নির্দিষ্ট ভেন্যুতে নির্দিষ্ট দলের জন্য সঠিক একাদশ বাছাই করা।'

শুধু মিসবাহ নন, শহীদ আফ্রিদিরও চাওয়া বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাক পাকিস্তান। সাবেক তারকা অলরাউন্ডার বলেছেন, 'মানুষ বলছে, ভারতে বিশ্বকাপ আমাদের বয়কট করা উচিত। কিন্তু আমি পুরোপুরি এর বিরোধী। ভারতে খেলতে গেলে চাপ থাকবেই তবে বেশ মজাও হয়।'

বিশ্বকাপের লিগ পর্বে পাকিস্তানের ৯ ম্যাচ রাখা হয়েছে ভারতের পাঁচ ভেন্যুতে। হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই ও কলকাতায় দুটি করে ম্যাচ আছে বাবর-রিজওয়ানদের। অন্য ম্যাচটি আহমেদাবাদে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে।

রোনালদো এখনো পেনাল্টির 'রাজা'

প্যারিস ঃ পেনাল্টিতে গোল করা নিয়ে লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সমর্থকদের প্রায়ই লড়াই করতে দেখা যায়। মেসি-ভক্তরা একদিকে যেমন রোনালদোর পেনাল্টিতে গোল করা নিয়ে হাস্যরস করেন, অন্যদিকে রোনালদো-ভক্তদেরও বিশ্বকাপ জয়ের পথে মেসির করা একাধিক পেনাল্টি গোল নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়। তবে পেনাল্টি নিয়ে সাধারণ দর্শকদের মধ্যে যতই অস্বস্তি থাকুক, শিরোপা জেতাতে অনেক সময় একটি পেনাল্টি শট হাজারো গোলের চেয়ে মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। ১২ গজ দূর থেকে একটি ভুল শটই একটি দলের চিরকালীন কান্নার সমার্থক হয়ে উঠতে পারে। তাই পেনাল্টি শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, কখনো কখনো হয়ে উঠতে পারে মহাগুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি ফুটবলভিত্তিক পোর্টাল বিসকার প্রো গত পাঁচ বছরে পেনাল্টিতে কারা দাপট দেখিয়েছেন, সেটি হিসাব কষে বের করেছে। যেখানে বিশ্বকাপ জয়ের পথে পেনাল্টি থেকে ৪ গোল করা মেসি নন, বরং রোনালদোই রাজত্ব করছেন এ তালিকায়। পেনাল্টি থেকে ৫ বছরে সব মিলিয়ে ৪৩ গোল করেছেন রোনালদো।

পর্তুগিজ মহাতারকার পরের স্থানটি ইতালিয়ান তারকা চিরো ইম্মোবিলের। তালিকায় জায়গা পেয়েছেন নেইমার, লেভানডফস্কি ও হ্যারি কেইনের মতো শীর্ষ তারকারাও।

অন্যদিকে এ তালিকায় সেরা আটেও জায়গা হয়নি মেসির। বিশ্বকাপে পেনাল্টি নেওয়ায় সাফল্য পেলেও মেসির পেনাল্টি রেকর্ড অবশ্য খুব আহমরি নয়। তাঁর পেনাল্টি মিস জাতীয় দলের হার কিংবা বিদায়ের কারণও হতে দেখা গেছে।

তা ছাড়া মেসির পেনাল্টি গোলের তালিকায় পিছিয়ে পড়ার আরেকটি বড় কারণ ছিল তাঁর বার্সেলোনা থেকে পিএসজিতে যাওয়ার ঘটনা। গত দুই মৌসুমে পিএসজির হয়ে মূলত পেনাল্টি নিয়েছেন নেইমার ও এমবাপ্পে। এ দুজনের কারণে সেভাবে পেনাল্টি নেওয়ার সুযোগ পাননি মেসি। যা তাঁকে পিছিয়ে দেওয়ার পথে বড় ভূমিকা রেখেছে। এখন রোনালদো ছাড়াও পেনাল্টি নেওয়ার ক্ষেত্রে সেরা আটে আর কারা আছেন, একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

পৃথিবীর অনেকগুলো দেশে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ

টেক্সাস(ওয়েবডেস্ক)ঃ উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে অনেকগুলো দেশে এখন বয়ে যাচ্ছে তীব্র তাপ প্রবাহ। প্রচণ্ড গরমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে চীন ও জাপান পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধের অনেকগুলো দেশে জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই তাপপ্রবাহকে 'নজিরবিহীন' বলে আখ্যায়িত করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশ্বব্যাপি তাপমাত্রার রেকর্ড রাখা শুরু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গরম পড়েছিল এ বছরেরই জুন মাসে।

প্রচণ্ড গরমের কারণে অন্যতম গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে ইউরোপের দক্ষিণ দিকের ভূমধ্যসাগর সংলগ্ন এলাকায়। ইউরোপ মহাদেশে এখন তাপমাত্রা সর্বোচ্চ রেকর্ডের কাছাকাছি উঠে গেছে। ইতালি জুড়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। স্পেনে লা পালমা দ্বীপে এক দাবানল সৃষ্টি হওয়ায় কমপক্ষে ৫০০ লোককে নিরাপদ জায়গাং সরিয়ে নিতে হয়েছে। ক্রোয়েশিয়ায় অগ্নিকান্ডে বাড়িঘর ও গাড়ি পুড়ে গেছে। গ্রীসে শুক্রবার তাপমাত্রা ছিল ৪০ ডিগ্রি বা তার বেশি। প্রচণ্ড গরমের কারণে পর্যটনের ভরা মৌসুমে এথেন্সের অন্যতম দর্শনীয় স্থান অ্যাক্রোপলিসের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়।

ইতালি ও গ্রিসে একাধিক পর্যটক গরমের কারণে হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে সংজ্ঞা হারান। উত্তর ইতালিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

লোকজনকে প্রতিদিন অন্তত দুই লিটার জল পান করতে এবং এ্যালকোহল ও কফি এড়িয়ে চলতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে - কারণ এগুলোতে দেহে জলের পরিমাণ কমে যায়।

ইউরোপের মহাকাশ সংস্থা বলছে, আগামী সপ্তাহে আরেকটি বড় তাপপ্রবাহ আসবে এবং ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও পোল্যান্ডে পরিস্থিতি চরম আকার নিতে পারে।

উত্তর আফ্রিকার দেশ মরক্কোতেও প্রচণ্ড গরমের জন্য সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে।

চীন ও জাপানেরও কিছু অঞ্চলে অস্বাভাবিক গরম পড়েছে।

পুরো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। উত্তরপশ্চিমের ওয়াশিংটন রাজ্য থেকে শুরু করে ফ্লোরিডা, টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া - সবখানেই প্রচণ্ড গরম পড়েছে।

শনিবার দিনের বেলা তাপমাত্রা কোথাও কোথাও ৪৬ ডিগ্রি ছাড়াতে পারে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে, এবং বলা হচ্ছে যে এই তাপপ্রবাহ আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত চলবে।

বিশেষ করে দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের অঙ্গরাজ্যগুলোতে গরম পড়েছে

সবচেয়ে বেশি।

গত দু'সপ্তাহ ধরে ফিনিক্স শহরে তাপমাত্রা উঠে গেছে ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তারও ওপরে । শুক্রবার ১৪ই জুলাই ফিনিক্সের তাপমাত্রা ছিল ৪৬ ডিগ্রি, লাস ভেগাসে ৪৫ ডিগ্রি, এবং ডেথ ভ্যালিতে ৫১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তীব্র গরমের কারণে টেক্সাস রাজ্যে এয়ার কন্ডিশনার ব্যবহারের পরিমাণ আগেকার রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এ রাজ্যে বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় ৮১,৪০৬ মেগাওয়াট - যা এক নতুন রেকর্ড।

বিভিন্ন জায়গায় পার্ক, জাদুঘর বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হচ্ছে বা খোলা থাকার সময় কমিয়ে দেয়া হয়েছে।

ক্যানাডায় অন্তত ৯০০টি এলাকায় দাবানল দেখা দিয়েছে - যার মধ্যে প্রায় ৫৬০টিতে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে আগুন জ্বলছে। পশ্চিমাঞ্চলীয় ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় আগুন নেভাতে গিয়ে ১৯ বছরের একজন অগ্নিনির্বাপনকর্মী মারা গিয়েছেন।

গত সপ্তাহে সারা বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ছিল ১৭.২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস - যা সর্বকালের উচ্চতম তাপমাত্রার এক নতুন রেকর্ড।

বিজ্ঞানীরা বলছেন - এই তাপমাত্রর বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন এবং 'এল নিনো' নামে প্রাকৃতিক আবহাওয়াচক্র। প্রতি তিন থেকে সাত বছরের মধ্যে একবার এই এল নিনো দেখা দেয় - যখন তাপমাত্রা উর্ধসুখী হয়।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবী জুড়ে আবহাওয়ায় নানা অস্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দিচ্ছে এবং অস্বাভাবিক গরম বা ঠাণ্ডা, বৃষ্টিপাত, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছাস, সাইক্লোন, দাবানল - ইত্যাদি নিয়মিত ঘটনা হয়ে যেতে পারে।

পৃথিবীতে শিল্প যুগ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত তাপমাত্রা প্রায় ১.১ ডিগ্রি বেড়েছে এবং সরকারগুলো কার্বন নির্গমনে বড় কাটছাঁট না করলে এ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যে আলোচনা হলো ইইউ দলের

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সফরকারী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠকে জাতীয় নির্বাচন নিয়েই মূল আলোচনা হয়েছে। সেখানে নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে দলগুলোর মধ্যে থাকা মতবিরোধ আবারো বেরিয়ে এসেছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার সময়ে বার্তা দিয়ে গেছেন, নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণকেই যেন সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়।

এই বছরের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচন ঘিরে বিদেশি কূটনীতিকদের তৎপরতা বেড়েছে। বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন নিয়ে পরিস্থিতি বুঝতে বর্তমানে সফর করছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রাক নির্বাচনী প্রতিনিধি দল।

সুশীল সমাজ, কূটনৈতিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর শনিবার প্রধান সাড়ির কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে এই দলটি।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যে আলোচনা হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে প্রাক নির্বাচনী প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করছে, শনিবার তারা বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী।

শনিবার সকালে গুলশানে বিএনপির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে এই প্রতিনিধি দল।

বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গে বিএনপি নেতা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী পরবর্তীতে সাংবাদিকদের বলেছেন, 'তারা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে যে, বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন আদৌ জনগণের ভোটের মাধ্যমে সম্ভব হবে কিনা।... আমাদের পক্ষ থেকে তাদের বলেছি, এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, সম্ভব না। কারণ এদের অধীনে নির্বাচন হবে না।

আমরা বলেছি, তারা নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করে জোর করে আবার ক্ষমতায় আসতে চায়। এই সরকারের অধীনে দেশের মানুষ তাদের ভোট প্রয়োগ করতে পারবে না। জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবে না'' - বলেন মি. চৌধুরী।

নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষণ পাঠানো নিয়ে কোন আলোচনা হয়েছে কিনা, জানতে চাওয়া হলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, 'তারা পর্যবেক্ষক পাঠাবে কিনা, সেটা তাদের সিদ্ধান্ত। কথা হচ্ছে, নির্বাচন তো হতে হবে।

পর্যবেক্ষক আসার প্রশ্ন তখনই আসে, যখন একটি নির্বাচন হয়। এ মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণ, গণতান্ত্রিক বিশ্ব বিশ্বাস করে না, জনগণ বিগত নির্বাচনগুলোতে ভোট দিয়ে সরকার গঠন করেছে। আগামীতেও বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। এই প্রেক্ষাপটে তারা যে সিদ্ধান্ত দেবে সেটা তাদের ব্যাপার'' - বলেন তিনি।

বিএনপির সঙ্গে বৈঠকের পর দুপুর ১২টার দিকে ঢাকার একটি হোটেলে আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে ইইউ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

সেই বৈঠক শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের বলেছেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন তারা দেখতে চান, আমরাও বলেছি, অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগেরও কমিটমেন্ট। বাংলাদেশের সংবিধান, সার্বভৌমত্ব ও আইন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে তারা এখানে নির্বাচন দেখতে চায়। তারা নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারে আশ্বস্ত হয়েছেন বলে আমাদের জানিয়েছেন।

'নো সংলাপ এবং নো তত্ত্বাবধায়ক সরকার। পার্লামেন্টের বিলুপ্তি, সরকারের পদত্যাগ, এসব কোন বিষয়েই আলোচনা হয়নি'' - বলেন মি. কাদের। বিভিন্ন মহল থেকে সংলাপ করার বিষয়ে যেসব পরামর্শ দেয়া হচ্ছে, ''ক্ষমতাসীন দল হিসাবে সংলাপের বিষয়ে আওয়ামী লীগ কোন উদ্যোগ নেবে কিনা, জানতে চাওয়া হলে দলটির সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমি একটা কথা পরিষ্কার বলতে চাই, নির্বাচন সম্পর্কে বাংলাদেশের সংবিধান, এর বিধিবিধান এর কোন ব্যত্যয় আমরা মানি না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো নির্বাচনকালীন সরকার, যেভাবে থাকে, বাংলাদেশেও সেভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নির্বাচনকালীন সরকার গঠিত হবে। এখানে পার্লামেন্ট বিলুপ্ত হওয়ার, সরকারের পদত্যাগ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নই ওঠে না।'

অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিয়েও কোন আলোচনা হয়নি বলে জানান ওবায়দুল কাদের।

বিএনপি আর আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকের মাঝে জাতীয় পার্টির সঙ্গে আলোচনা করে এই দলটি।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গুলশানে সেই আলোচনা শেষে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক সাংবাদিকদের বলেন, 'দেশের মানুষ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়। সে জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের প্রয়োজন আছে। সেজন্য সরকার ও ইসির ভূমিকা পালন প্রয়োজন।'

তবে ইইউ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনায় নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি বলে তিনি জানান।

দুপুর আড়াইটায় জামায়াত নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল।

সেই বৈঠক শেষে জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'নির্বাচন কীভাবে স্বচ্ছ ও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা যায়, সেই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আমরা বলেছি, আমরা নির্বাচনে যেতে চাই, তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলে নির্বাচনে যাবো।'

'আগামী নির্বাচনে ডেলিগেটস পাঠানোর ব্যাপারে তারা আমাদের মতামত চেয়েছিল। আমরা বলেছি, নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে যদি নির্বাচন হয় তাহলে স্বাগতম। কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে ডেলিগেটস আসা ঠিক হবে না। কারণ যদি একতরফা নির্বাচন হলে এখানে অবজার্ভ করার কিছু থাকবে না।'

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এসব আলোচনার বিষয়ে অবশ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে কোন বক্তব্য দেয়া হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া আড়াই দিনের বাংলাদেশ সফর শেষে শুক্রবার ঢাকা ছেড়েছেন।

এর আগে তিনি বাংলাদেশের বার্তা সংস্থা ইউএনবিকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সেই সাক্ষাৎকারটি নিজের ভেরিফায়েড টুইটারেও শেয়ার করেছেন।

সেখানে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানান, যেন তারা সহিংসতা পরিহার করে সত্যিকারের শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণকে তাদের নেতা বেছে নেয়ার সুযোগ করে দেয়।

'সব দলের কাছে আমি অনুরোধ করছি যেন তারা সহিংসতা পরিহার করে এবং সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক, শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেন। বাংলাদেশের জনগণকেই তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দিন,'' ইউএনবিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন।

উজরা জেয়া পরিষ্কার করে দিয়েছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে সহায়তা করা।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্বাচন বয়কট প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এটা বাংলাদেশের মানুষের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' এবং এখানে যুক্তরাষ্ট্রের করণীয় কিছু আছে বলে তিনি মনে করেন না।

'আমি শুধু বলতে চাই, আমরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক কোন দলের পক্ষ নেই না।'

র‍্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে ইউএনবির এক প্রশ্নের জবাবে উজরা জেয়া বলেছেন, সংশ্লিষ্ট তথ্যের 'সতর্ক পর্যালোচনা এবং বিবেচনার পরেই ওই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

'এখন দেখা যাচ্ছে, ওই নিষেধাজ্ঞা জারির পর বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং গুম কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে,' তিনি বলেছেন।

কিন্তু নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে তিনি বলেছেন, অতীত ও বর্তমানের সকল অভিযোগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠান হিসাবে র‍্যাবের অর্থবহ সংস্কার করতে হবে। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এসব বিষয় বিবেচনায় থাকবে বলে তিনি জানান।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ঘনিষ্ঠ অংশীদারত্ব গড়ে তুলতে চায় বলে উজরা জেয়া জানিয়েছেন।

টুকরো খবর

জামায়াত কোন পথে এবং কী কৌশলে এগুতে চাইছে

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে জামায়াতে ইসলামী, যার লক্ষ্য আপাতত রাজনৈতিক অঙ্গনে দৃশ্যমান থেকে সরকার বিরোধী কর্মসূচি পালন করা - যাতে করে নির্বাচনের আগে ভোটের মাঠের জন্য দলকে প্রস্তুত করে তোলা যায়। মুক্তিযুদ্ধকালীন মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে শীর্ষ নেতাদের সাজা, প্রকাশ্য রাজনীতিতে দীর্ঘ অনুপস্থিতি, নিবন্ধন বাতিল এবং সরকারের নানামুখী চাপে থাকার পরেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা অবস্থান আছে দলটির। গত প্রায় চার দশকেরও বেশি সময় ধরে দলটি নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে কখনো বিএনপি অথবা আওয়ামী লীগের সাথে এক ধরনের বোঝাপড়া করে রাজনীতি করে আসছে। আদালতের একটি রায়ের ভিত্তিতে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচন কমিশন দলটির নিবন্ধন বাতিল করেছিলো। তবে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে আবার সক্রিয় হওয়া দলটির নেতারা আশা করছেন, নির্বাচন নিয়ে সব পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হলে এবং সবাই তাতে অংশ নেয়ার পরিবেশ তৈরি হলে তারাও তাদের নিবন্ধন ফেরত পাবেন আইনি প্রক্রিয়াতেই। দলের নেতারা বলছেন, এখন দলকে রাজনীতির মাঠে চাঙ্গা ও দৃশ্যমান করাই তাদের মূল লক্ষ্য। আর এর মাধ্যমেই তারা সরকারবিরোধী আন্দোলনে নিজেদের অবস্থানও জোরদার করতে চান। আমরা সবসময়ই বলছি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক বা নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থা লাগবে। বর্তমান সরকার বিদায় নিলেই জামায়াতের বিরুদ্ধে নেয়া সব বেআইনি পদক্ষেপের প্রতিকার পাবো। সে কারণে আমরাও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনে সোচ্চার হবো, - বলছিলেন দলটির একজন মুখপাত্র মতিউর রহমান আকন্দ। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১২ সালে যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরুর পর থেকে জামায়াত ইসলামী রাজনৈতিকভাবে কার্যত কোণঠাসা অবস্থায় রয়েছে। এরপর নির্বাচন কমিশনে জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল হয়ে যাবার পর কোন নির্বাচনে দলীয়ভাবে অংশ নিতে পারেনি দলটি। এর মধ্যেই তাদের দীর্ঘকালের জোট সঙ্গী বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট থেকেও সরে যেতে হয়েছে জামায়াতকে। যদিও এটি বিএনপিকে জামায়াত বিতর্ক থেকে স্বস্তি দেয়ার কোন কৌশল কিনা - তা নিয়ে জোর আলোচনা আছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। তবে এসব কিছুকে ছাপিয়ে গত প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে নিষ্ক্রিয় থাকার পর গত দশই জুন ঢাকায় সমাবেশ করে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয় দলটি।

বিশেষ করে হঠাৎই কর্তৃপক্ষ সমাবেশের জন্য দলটিকে অনুমতি দেয়ায় এ নিয়ে নানা ধরণের তর্কবিতর্ক শুরু হয় রাজনৈতিক অঙ্গনে। কারণ এর আগে পুলিশ যেমন দলটিকে কোথাও কোন কর্মসূচি পালন করতে দেয়নি, তেমনি পুলিশের বাধার কারণে এর কর্মী সমর্থকরাও প্রকাশ্যে কোথাও বৈঠকেরও সুযোগ পাননি।

আবার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাদের অনেকেই বহুবার দলটিকে নিষিদ্ধ করে আইন করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

সেই দলটি একটি প্রতিনিধি দল যখন সমাবেশের জন্য পুলিশ কমিশনারের অফিসে যান - তখনই এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। সাথে সাথে সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীর বক্তব্যও মানুষের দৃষ্টি কেড়েছে। যদিও ঢাকার সমাবেশের পর আজ শনিবারে সিলেটে যে সমাবেশের কর্মসূচি দিয়েছিলো জামায়াতে সেটিতে 'নাশকতার আশঙ্কা' দেখিয়ে সায় দেয়নি স্থানীয় পুলিশ।

পুলিশ নাশকতার কথা বলছে অথচ গত কয়েকদিন আমরা যে প্রচার সেখানে করেছি তাতে কিন্তু অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে অনুমতি নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দেশের সর্বত্রই সমাবেশের কর্মসূচি সফলের চেষ্টা আমাদের থাকবে, বলছিলেন মতিউর রহমান আকন্দ। দলটির আরও কয়েকজন নেতা এবং সিনিয়র কয়েকজন নেতার ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো বলছে সম্প্রতি নির্বাচনকে সামনে মার্কিন ভিসা নীতি ঘোষণার পর থেকেই সক্রিয় হয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জামায়াত নেতারা। এই নীতির আওতায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যান্টনি ব্লিংকেন ঘোসণা দিয়েছিলেন, যে কোন বাংলাদেশি ব্যক্তি যদি সেদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া ব্যাহত করার জন্য দায়ী হন বা এরকম চেষ্টা করেছেন বলে প্রতীয়মান হয় - তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাকে ভিসা দেয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এক বিবৃতি অনুযায়ী নতুন এ নীতির আওতায় পড়বেন বর্তমান এবং সাবেক বাংলাদেশি কর্মকর্তা, সরকার সমর্থক ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যবৃন্দ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচারবিভাগ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সদস্যরা। মূলত সরকার ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে মার্কিন এ নীতি চাপে ফেলায় রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন সহজ হবে বলে মনে করেছেন দলটির নেতারা। যদিও সরকারের একটি অংশের সাথে যোগসাজশেই জামায়াত মাঠে নেমেছে এমন প্রচারণাও আছে, যা আওয়ামী লীগ ও জামায়াত উভয়েই প্রত্যাখ্যান করেছে।

বরং দশই জুনের সমাবেশে জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো.তাহের বলেছেন আগামী নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই হবে।

আওয়ামী লীগের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। এদের হাতে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিরাপদ নয়, বলছিলেন তিনি।

জামায়াত মুখপাত্র মতিউর রহমান আকন্দ বলছেন, এখন সামনের দিনগুলোতে তারা এসব বক্তব্য নিয়েই জনমত সংগঠন করবেন - যার মূল উদ্দেশ্যই থাকবে সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করা। সরকারকে বিদায় করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আদায় করতে পারলে আমাদের নিবন্ধন, দল, জোট, নির্বাচনসহ সব কিছু নিয়েই আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো - বলেন তিনি।

অর্থাৎ জামায়াত চাইছে নিজেদের তৎপরতা দৃশ্যমান করতে এবং বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটসহ বিরোধী দলগুলো সরকারবিরোধী যে আন্দোলনের সূচনা করেছে - সেখানে নিজ অবস্থানে থেকে সামিল হতে, যাতে করে জামায়াতও নিজেদের অবস্থান ধরে রেখে নিবন্ধন আদায় করে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ করে নিতে পারে।

নাম প্রকাশের অনিচ্ছুক দলটির মধ্যম পর্যায়ের একজন নেতা বলেছেন, সরকার এখন ব্যাকফুটে। জামায়াতের ঘুরে দাঁড়ানোর এটাই সময়। প্রথমে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং এরপর যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির কারণে চাইলেও এখন আর জামায়াতের ওপর চড়াও হতে পারবে না সরকার। তাই এখনই নামতে হবে ও নির্বাচনের মাঠ গুছাতে হবে, যাতে ভোটে ও জোটে শক্ত ভূমিকা নেয়া যায় - বলেন তিনি। তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী এবারের ঈদের সময়ে দলটির সম্ভাব্য এমপি প্রার্থীরা নিজের নির্বাচনী এলাকায় গেছেন এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রচারণায় অংশ নিয়ে নিজেদের অবস্থান জানান দিয়েছেন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
সোমবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
17:07:2023

শেখ হাসিনাকে ব্যবসায়ীদের সমর্থন দেয়া নিয়ে বিরোধীরা কী বলছে

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে এবিসিসিআই থেকে শুরু করে প্রায় সব ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারাই 'আগামী নির্বাচনে বর্তমান সরকার ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আবারো ক্ষমতায় দেখতে চান' বলে একযোগে বক্তব্য দেয়ার পর বিরোধী দলগুলো বলছে এসব ব্যবসায়ীরা দলীয় এবং তারা নিজেরা সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্যই এ ধরণের বক্তব্য দিয়েছেন। বিরোধী নেতারা বলছেন, তারা মনে করেন শীর্ষ ব্যবসায়ীদের রাজনীতি ও নির্বাচন নিয়ে দেয়া বক্তব্যের কোনো রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই। কারণ এসব সংগঠনগুলোতে নির্বাচনের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়ে সরকার সমর্থকদের নিয়ে কমিটি গঠনের রেওয়াজ চালু করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তারা বলছেন, শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন এবিসিসিআইতেই গত কয়েকবছর ধরে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হচ্ছে না। বরং সরকার সমর্থকদের নিয়ে সেগান সিলেকশনের ভিত্তিতে কমিটি হচ্ছে। এদিকে, এবিসিসিআইয়ের একজন সাবেক সভাপতি বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, তারা দেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতার কথা চিন্তা করেই বর্তমান সরকারকে সমর্থন দিচ্ছেন। তবে জাতীয় নির্বাচনে যদি অন্য কোন দলের সরকার আসে, তাহলে তাদের সাথেও তারা (এবিসিসিআই) কাজ করবেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী বারবার আরব দেশ সফর করছেন কেন

রিয়াদ (এজেন্সী) ঃ ফ্রান্সের পর এবার সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর শেষ করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শনিবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সাথে আলোচনার পর, তিনি ভারতীয় রুপি এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুদ্রা দিরহামে ব্যবসা করার ঘোষণা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আশা প্রকাশ করেছেন যে শীঘ্রই দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ৮৫ বিলিয়ন থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে। দুই দেশের মধ্যে নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্যের ঘোষণা ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দু'হাজার চৌদ্দ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর এটি নরেন্দ্র মোদীর পঞ্চম সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর।

গত কয়েক বছরে ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সম্পর্কের মধ্যে অনেক উষ্ণতা দেখা দিয়েছে।

গত বছর যখন মোদী সংযুক্ত আরব আমিরাত পৌঁছেছিলেন, তখন দেশটির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে প্রোটোকল ভেঙে মোদীকে স্বাগত জানাতে আবুধাবি বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত নরেন্দ্র মোদীকে তার সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'অর্ডার অফ জায়েদ' প্রদান করেছে।

নরেন্দ্র মোদী গত নয় বছর ধরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বে আছেন। এ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তিনি উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক জোরদারের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন।

দু'হাজার চৌদ্দ সালে মোদী যখন প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তখন ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গাকে ঘিরে উপসাগরীয় দেশগুলোয় তাঁর যে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল ভারতের সাথে ওই সব দেশের সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

কিন্তু উল্টো তিনি উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক জোরদার করার পদক্ষেপ নিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন।

তিনি তার শাসনকালের আট বছরের উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন।

মি. মোদী এ নিয়ে একাধিকবার সংযুক্ত আরব আমিরাত বা ইউএই তে সফর করেছেন। দেশটিতে তার প্রথম সফর ছিল ২০১৫ সালে অগাস্টে , দ্বিতীয়টি ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে এবং তৃতীয়টি ২০১৯ সালের অগাস্টে এবং চতুর্থটি ২০২২ সালের জুনে। বর্তমান সফরটি তার সংযুক্ত আরব আমিরাতে পঞ্চম সফর।

দু'হাজার পনের সালের অগাস্টে মোদী যখন প্রথমবারের সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন, এটি ছিল ৩৪ বছরের ইতিহাসে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ওই দেশে প্রথম সফর। মোদীর আগে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮১ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেছিলেন।

দু'হাজার সতের সালে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে মোদীর পররাষ্ট্র নীতিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় মোহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল মোদী সরকার।

তখন মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন না, তখন তিনি ছিলেন আবুধাবির ক্রাউন প্রিন্স।

ঐতিহ্য অনুসারে, ভারত তাদের প্রজাতন্ত্র দিবসে কোন একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানায়। আল নাহিয়ান ওই পদে না থাকা সত্ত্বেও ২০১৭ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি এসেছিলেন।

ভারত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত ইংরেজি বর্ণমালার তিনটি ই এর উপর ভিত্তি করে আছে। সেগুলো হল এনার্জি, ইকোনমি, এক্সপ্যাট্রিয়েট অর্থাৎ জ্বালানি, অর্থনীতি এবং জনশক্তি (প্রবাসী)।

গত অর্থ বছরে (২০২২-২৩), ইউএই ভারতে অপরিশোধিত তেল সরবরাহকারী তৃতীয় বৃহত্তম দেশ ছিল। ভারতের তেল আমদানিতে এর দশ শতাংশ শেয়ার ছিল।

কিন্তু ভারত এখন ২০৩০ সালের মধ্যে ইউএই থেকে তেলের বাইরে অন্যান্য ব্যবসা ১০০ বিলিয়ন ডলারে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গত বছর দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত সিইপি (কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ) চুক্তি ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গত এক দশকে ভারতের স্বাক্ষরিত এটিই প্রথম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। ২০১১ সালে ভারত জাপানের সাথে সর্বশেষ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল।

ভারত ২০২৭ সালের মধ্যে তার অর্থনীতির আকার পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে চায়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, দেশটি ২০৩০ সালের মধ্যে তার রপ্তানি এক ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে চায়। সিইপি চুক্তি এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে ভারতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১৯৭০-এর দশকে মাত্র ১৮০ মিলিয়ন ডলার ছিল, যা এখন ৮৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের পরে ২০২১-২২ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাত ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার। আমেরিকার পর ভারত সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে সংযুক্ত আরব আমিরাতে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত সঞ্জয় সুধীরের মতে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে ভারতের বাণিজ্য এক বছরে ১৯ শতাংশ বেড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার বর্তমান সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্টের সাথে জ্বালানি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষাসহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ২০২২ সালে সিইপি চুক্তির পর্যালোচনাও মোদী এবং মোহাম্মদ বিন জায়েদের এজেন্ডায় ছিল।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে ভারতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক যে গতিতে বাড়ছে তা অনেক বিশ্লেষকের কাছেই বিস্ময়কর। ইউএই এখন ভারতে চতুর্থ বৃহত্তম বিনিয়োগকারী হয়ে উঠেছে। বর্তমানে ভারতে দেশটির বিনিয়োগ তিন বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। দু'হাজার বিশ একুশ সালে ভারতে এর বিনিয়োগ ছিল ১.০৩ বিলিয়ন ডলার। সে সময় ইউএই ছিল ভারতে সপ্তম বৃহত্তম বিনিয়োগকারী দেশ। অর্থাৎ মাত্র এক বছরে তিন ধাপ এগিয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্সের ফেলো এবং মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ফাজজুর রহমান সিদ্দিকী বলছেন, ইউএই মোদী সরকারের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার মতো সরকারের প্রচারাভিযানে বড় সম্ভাবনা দেখছে এবং সেগুলোয় বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। '

তিনি দুই দেশের সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, সবচেয়ে বড় কথা হল ভারতে ইউএই-এর বিনিয়োগ ও ব্যবসায় একটি ধারাবাহিকতা রয়েছে। এটি একটি বড় ব্যাপার। কারণ আমরা অনেক দেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি করি, কিন্তু বিনিয়োগ ও ব্যবসার প্রসার দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

এই গতি বজায় রাখতে, নরেন্দ্র মোদী বারবার সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করছেন। এটি তার পঞ্চম সফর। তিনি বলেন

সৌদি আরবের মতো সংযুক্ত আরব আমিরাতও তার অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনতে চায়। আরব আমিরাত চায় তেলভিত্তিক অর্থনীতির ওপর নির্ভরতা কমাতে। সে কারণেই দেশটি বিশ্বজুড়ে নতুন বিনিয়োগের জায়গা খুঁজছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত তার 'সার্কুলার ইকোনমিক পলিসি' নিয়ে কাজ করছে।

এটি ২০৩১ সালের মধ্যে দেশটি তাদের উৎপাদন খাত দ্বিগুণ করতে চায়। এ জন্য তারা ২.৭ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবেন।

এর সাথে, তারা বর্তমানে খাদ্য ব্যবসা, সবুজ অবকাঠামো এবং রিয়েল এস্টেট ব্যবসার দিকে মনোযোগ বাড়াচ্ছে।

এই সমস্ত ব্যবসার জন্য দেশটি ভারতকে একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসাবে দেখছে। দেশটি এখন ভারতে বিনিয়োগ করতে চায় এবং এই খাতগুলোয় ভারতের দক্ষতার সুবিধা নিতে চায়।

এই কারণেই ইউএই ইদানিং পশ্চিমের ব্যয়বহুল বিশেষজ্ঞদের তুলনায় ভারতের পেশাদার এবং প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ উপসাগরীয় দেশগুলোকে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে ভাবতে বাধ্য করেছে। আরব বিশ্বের খাদ্য সরবরাহের ৬০ শতাংশ আসে রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে। তাই এই যুদ্ধ সংযুক্ত আরব আমিরাতকে নাড়া দিয়েছে।

যুদ্ধ পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হওয়ায়, সংযুক্ত আরব আমিরাত এখন চাইছে খাদ্য সরবরাহ এবং প্রযুক্তি এমন দেশগুলো থেকে সংগ্রহ করতে, যারা এই প্রয়োজন মেটাতে পারবে।

খাদ্য উদ্বৃত্ত দেশ হওয়ায় ভারত এই ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত ভারতের অস্ত্রের ব্যাপারেও আগ্রহী। তারা ভারত থেকে ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র কিনতে চায়। এর পাশাপাশি তারা ভারতের সঙ্গে মিলে সামরিক সরঞ্জাম তৈরি করতে চায়। যা ভারতের মেইক ইন ইন্ডিয়া অভিযানের ক্ষেত্রে বেশ উপযুক্ত।

চরমপন্থার বিরুদ্ধে ভারতের সোচ্চার সমর্থক হিসেবে পাশে থেকেছে ইউএই।

ফাজজুর রহমান সিদ্দিকী বলেছেন, ইউএই সবসময় এই ইস্যুতে ভারতকে সমর্থন করেছে। তারা 'ভাল' ও 'খারাপ' সন্ত্রাসবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। তাদের মধ্যে চরমপন্থা ভাল বা খারাপ না। যেসব চরমপন্থীরা ভারতে তৎপরতা চালানোর পর সংযুক্ত আরব আমিরাতে লুকিয়ে আছে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ইউএই। বিশেষ করে ভারত যেসব চরমপন্থার শিকার হয়েছে। তাই বিশ্ব মঞ্চে ভারত এই চরমপন্থার বিরুদ্ধে শক্তিশালী অংশীদার খুঁজছে।

গত বছর, নরেন্দ্র মোদি সংযুক্ত আরব আমিরাতে চরমপন্থী হামলার নিন্দা করেছেন এবং একসাথে লড়াই করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।

জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে ভারত নিজেকে এগিয়ে রেখেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতও ক্লিন এনার্জি বা নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইস্যুতে বেশ সোচ্চার।

এবার তিনি জাতিসংঘের ২৮তম জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন কপ২৮ আয়োজন করছেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাত আবুধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানির গ্রুপ সিইও সুলতান আহমেদ আল জাবিরকে চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করেছে।

চলতি বছরের ৩০শে নভেম্বর থেকে ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত দুবাইয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তার বর্তমান সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে, কপ২৮-এর সভাপতি হিসাবে ইউএই এর প্রেসিডেন্টকে তার পূর্ণ সমর্থন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ফজজুর রহমান বলেছেন, মোদীর ফ্রান্স এবং তারপরে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরের একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। আসলে মোদীর ফ্রান্স এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরের ফোকাস স্পষ্ট ছিল।

জ্বালানি নিরাপত্তা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি ত্রিপক্ষীয় জোট গঠন করা। এই প্রসঙ্গে, ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় কমিউনিটির মানুষেরা সংযুক্ত আরব আমিরাতের মেরুদণ্ড। সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রায় এক কোটি জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ ভারতীয় প্রবাসী। এই মানুষেরা সেখানে প্রতিটি সেক্টরে কাজ করে। যা সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

ভারত উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ২০২০ সালে, সারা বিশ্বে বসতি স্থাপনকারী ভারতীয়রা তাদের নিজ দেশে ৮৩ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছে। এর একটি বড় অংশ এসেছে উপসাগরীয় দেশগুলোতে কর্মরত ভারতীয়দের থেকে। বেশির ভাগ অর্থ আসে আমেরিকায় অবস্থানরত স্থায়ী ভারতীয়দের থেকে।

বিদেশে কর্মরত ভারতীয়রা প্রতিবছর যে পরিমাণ অর্থ পাঠায় তার প্রায় ২৩.৪ শতাংশ আস আমেরিকা থেকে। এরপরের অবস্থানে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের। দেশটি থেকে আসে মোট প্রবাসী আয়ের ১৮ শতাংশ।

দু'হাজার আঠারো সাল, বিদেশে বসতি স্থাপনকারী ভারতীয়রা তাদের নিজ দেশে ৭৯ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছে। এর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মরত প্রবাসীরা পাঠিয়েছে ১৩.৮ বিলিয়ন ডলার। সৌদি আরব থেকে এসেছে ১১.২ বিলিয়ন ডলার, কুয়েত থেকে ৪.১ বিলিয়ন এবং ওমান থেকে ৩.৩ বিলিয়ন ডলার এসেছে।

মারাত্মক গরমে হাঁসফাঁস করছে ইউরোপ, স্বস্তির কোন লক্ষণ নেই

লন্ডন ঃ ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশগুলো আগামী সপ্তাহেও প্রচণ্ড দাবদাহে হাঁসফাঁস করতে পারে এমন আশংকা দেখা দিয়েছে, কারণ তাপমাত্রা কমার কোন লক্ষণ সেখানে দেখা যাচ্ছে না। ইটালি, স্পেন এবং গ্রীস এর মধ্যেই গত কয়েকদিন ধরে উচ্চ তাপমাত্রার মধ্য দিয়েই যাচ্ছে। ইটালির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় রোম ও ফ্লোরেন্সসহ ১৬টি শহরে রেড এলার্ট জারি করেছে, কারণ আগামী সপ্তাহে দেশটির সারদিনিয়াতে তাপমাত্রা ৪৮ ডিগ্রিতে পৌঁছাতে পারে বলে বলছে দেশটির গণমাধ্যম।

এর আগে ২০২১ সালের অগাস্টে সিসিলিতে ৪৮ দশমিক ৮ ডিগ্রি তাপমাত্রার রেকর্ড করেছিলো। আর দেশটির আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে যে আগামী সপ্তাহে দাবদাহের কেন্দ্র হবে সারদিনিয়া।

তাপমাত্রা ১৯ থেকে ২৩শে জুলাইয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাবে। এটা শুধু ইটালিতেই নয়, গ্রীস, তুরস্কসহ বলকান অঞ্চলে। বেশ কিছু জায়গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রার আগের রেকর্ড ভেঙ্গে যেতে পারে, ইটালিয়ান আবহাওয়াবিদ ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ গিলিও বেট্রি বলছিলেন বিবিসিকে।

আগামী কয়েকদিন গরম আরও বাড়তে পারে ইউরোপের অনেক জায়গায়।

ইটালি সরকার শনিবার যেসব এলাকায় রেড এলার্ট থাকবে সেখানকার লোকজনকে বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত সরাসরি সূর্যের আলোর সংস্পর্শে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

একই সাথে বয়স্ক বা ঝুঁকিপূর্ণদের দিকে যথাযথ খেয়াল রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

রোমের একজন ট্যুর গাইড ফেলিসিটি হিন্টন বিবিসিকে জানান, তীব্র দাবদাহের সাথে মানুষের ভিড়ের কারণে শহর ভ্রমণ দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে, গত কয়েকদিনে গ্রীসে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে।

দেশটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন আকর্ষণ এথেন্সের দ্যা অ্যাক্রপলিস শুক্র ও শনিবার গরমের কারণে বন্ধ রাখা হয়েছে।

আর স্পেনের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে শনিবার বনে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। ইতোমধ্যে অন্তত দুই হাজার মানুষকে সেখান থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় চার হাজার একর জমি।

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য দমকল কর্মীদের সহায়তার জন্য সেনা মোতায়েন করেছে স্পেন কর্তৃপক্ষ।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ইউরোপের এই দাবদাহ আগামী সপ্তাহে বলকান অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হতে পারে। যদিও সার্বিয়া ও হাঙ্গেরিসহ কয়েকটি দেশে তাপমাত্রা এর মধ্যে ৩৫ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেছে।

আবহাওয়াবিদ ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ মি. বেট্রি বলছিলেন, দাবদাহ প্রতিবছরই বাড়ছে এবং এর ব্যাপকতাও বাড়ছে। এটি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রমাণিত লক্ষণ।

ইউরোপের গরমকাল গত কয়েকবছরে বেশি গরম হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হলো সাধারণ গ্রীষ্মকাল পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাভাবিক গ্রীষ্মকালটাই এখন বিরল হয়ে উঠছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্লাইমেট মনিটরিং সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, এবারের জুন মাসটা ছিলো এ যাবত কালে ইউরোপের সবচেয়ে গরম জুন মাস।

লন্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজের জলবায়ু বিজ্ঞানের প্রভাষক পাওলো সেপ্পি এবারের দাবদাহের ধরনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দক্ষিণ ইউরোপে এটা দেখা যাচ্ছে। আবার একই সময়ে দাবদাহ দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে।

সম্প্রতি দাবদাহ দেখা গেছে দক্ষিণ এশিয়ায়, ভারত, চীনসহ কয়েকটি এলাকায়। তবে এটা বিস্ময়কর কিছু নয়।

রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল

জেনেভা (এজেন্সী) ঃ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ৫৩তম অধিবেশনে, শুক্রবার রোহিঙ্গাদের বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। জেনেভায় অনষ্ঠিত এই অধিবেশনে মিয়ানমারের রাখাইনে প্রত্যাবাসনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে এবং নির্যাতিত মানুষদের জন্য ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে, রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়া হয়। অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন (ওআইসি), 'হিউম্যান রাইটস সিচুয়েশন অফ রোহিঙ্গা মুসলিম অ্যান্ড আদার মাইনরিটিজ অফ মিয়ানমার' শিরোনামে এই প্রস্তাব পেশ করে। বিস্তৃত আলোচনার পর কোনো ভোট ছাড়াই এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। মিয়ানমারে বিরাজমান অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে' জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক নিয়ে মতপার্থক্য ছিলো। মিয়ানমারে চলমান রাজনৈতিক সংকটের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যাবাসন সম্ভব নয় এমন মতামত ছিলো কিছু প্রতিনিধির। এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো, দীর্ঘস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির ভিত্তিতে প্রত্যাবাসন দ্রুত শুরু করা দরকার। ব্যাপক পরিসরে চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের সাময়িক আশ্রয় প্রদান অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করা হয় প্রস্তাবে। প্রতিনিধিরা, রোহিঙ্গাদের ক্রমবর্ধমান হতাশার মাত্রা এবং প্রত্যাবাসন নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী অনিশ্চয়তা থেকে উদ্ভূত স্পিলওভার প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং টেকসই ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। প্রস্তাব গ্রহণের আগে, রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের একটি দল রাখাইনে ফিরে যাওয়ার পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে এবং তাদের মধ্যে আরো আস্থা তৈরির জন্য 'গো এন্ড সি ভিজিট' নিয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা ক্রমান্বয়ে কমছে এবং অপর্যাপ্ত তহবিলএর প্রেক্ষাপটে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে প্রস্তাবে। প্রস্তাবে, রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত নৃশংসতার আন্তর্জাতিক জবাবদিহির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।এছাড়া, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে চলমান বিচারিক প্রক্রিয়ার প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছে এই প্রস্তাব।